# বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি
সমৃদ্ধ দেশ
উন্নত আগামী

## জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

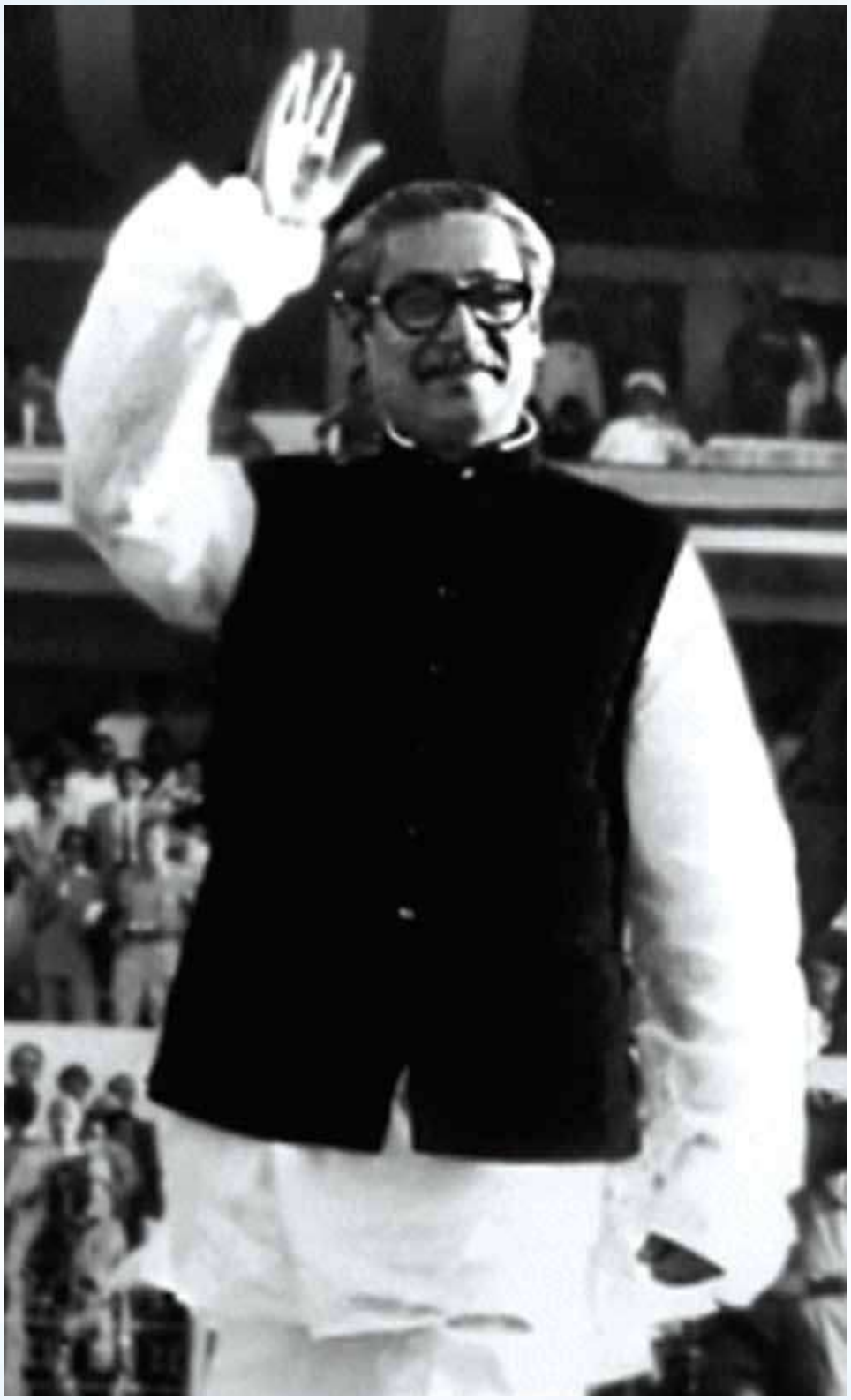

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল ওয়েল হতে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance, 1975, এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.- কে সরকারিভাবে গ্রহণ করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে।

বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন অত্যন্ত ব্যয়বহুল কার্যক্রম। বিশেষ করে গ্যাস অফুরন্ত নয়। তাই দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে অমূল্য জাতীয় সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহারের জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি আহবান জানাই।

-শেখ হাসিনা

**নসরুল হামিদ, এমপি**
**প্রতিমন্ত্রী**
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সার্বিক কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রতিবেদন প্রকাশের শুভ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগষ্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল অয়েল হতে ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ The ESSO Undertakings Acquisoton Ordinance, 1975 এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.-কে সরকারিভাবে অধিগ্রহণ করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে, তারই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করে চলেছে।

কক্সবাজারের মহেশখালিতে প্রতিটি দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (Floating Storage Re-gasification Unit; স্থাপন করে জাতীয় গ্রীডে আরএলএনজি সরবরাহ করা হচ্ছে। কক্সবাজার জেলার মাতারবাড়িতে দৈনিক ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ল্যান্ড বেইজড্ এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। রশিদপুরে ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট ও অকটেন তৈরীর জন্য ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট (সিআরইউ) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, ঢাকা ও চট্টগ্রামে প্রায় ৩ লক্ষ প্রিপ্রেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে সকল আবাসিক গ্যাস গ্রাহককে প্রিপেইড গ্যাস মিটারের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জ্বালানি সেক্টরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে অবৈধ গ্যাস সংযোগমুক্ত জ্বালানি সেক্টর ও মডেল পেট্রোলপাম্প স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি লংওয়াল টপ কোল কেভিং (এলটিসিসি) পদ্ধতিতে বর্তমানে গড়ে দৈনিক প্রায় ৩,০০০-৩,৫০০ মেট্রিক টন উন্নতমানের বিটুমিনাস কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। উৎপাদিত সমুদয় কয়লা বর্তমানে বড়পুকুরিয়া ৫২৫ মেগাওয়াট ক্ষমাতাসম্পন্ন তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সরবরাহ করা হচ্ছে। বাংলাদেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদের আবিষ্কার, উৎপাদন ও তা সাশ্রয়ী মূল্যে সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**নসরুল হামিদ, এমপি**

**মোঃ আনিছুর রহমান**
**সিনিয়র সচিব**
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমার বিশ্বাস বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও দারিদ্র বিমোচনে জ্বালানি খাতের ভূমিকা অপরিসীম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী সিদ্ধান্তের ফলে দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি জ্বালানি খাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় কক্সবাজারের মহেশখালিতে প্রতিটি দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট (এমএমএসসিএফডি) ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল অর্থাৎ Floating Storage Re-gasification Unit (FSRU) স্থাপন করে জাতীয় গ্রীডে আরএলএনজি সরবরাহ শুরু করা হয়েছে। বিগত এক দশকে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ১,০০৬ এমএমএসসিএফডি এবং নতুন গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপিত হয়েছে ১,১৫৯ কিলোমিটার। দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারীর শিলিগুড়ি টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশের পার্বতীপুর পর্যন্ত ১৩১.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া, ঢাকা ও চট্টগ্রামে প্রায় ৩ লক্ষ প্রিপ্রেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে সকল আবাসিক গ্যাস গ্রাহককে প্রিপেইড গ্যাস মিটারের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জ্বালানি সেক্টরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বিগত এক দশকে জ্বালানি তেল সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ২ গুণের বেশী এবং এলপিজি সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ২২ গুণ। আমদানিকৃত জ্বালানি তেল দ্রুত আনলোড ও অপচয় রোধে Single Point Mooring (SPM) প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, এতে বছরে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। এছাড়া, চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত জ্বালানি তেল পাইপলাইনে সরবরাহ এবং শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও শাহআমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের উড়োজাহাজে জেট-এ-১ তেল পাইপলাইনে নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহের জন্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ পাইপলাইন স্থাপন করা হচ্ছে। জ্বালানি তেলের আমদানির উৎস বহুমুখীকরণে বর্তমানে ৫০% টেন্ডারের মাধ্যমে এবং অবশিষ্ট ৫০% তেল জি টু জি (G to G) পদ্ধতিতে ১১টি দেশ হতে ক্রয় করা হচ্ছে। বর্তমানে অগভীর সমুদ্রের ৩টি ব্লকে এবং গভীর সমুদ্রের ১টি ব্লকে ৫টি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি একক/যৌথভাবে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

জ্বালানি খাতকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০১৮; বেসরকারি পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট স্থাপন এবং পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৯ এবং বেসরকারি পর্যায়ে এলএনজি আমদানি নীতিমালা, ২০১৯, দেশজ তেল/গ্যাস অনুসন্ধান নীতিমালা, ২০১৯, খোলা বাজার থেকে প্রিপ্রেইড গ্যাস মিটার সংগ্রহ ও স্থাপন নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদের আবিষ্কার, উৎপাদন করে তা সাশ্রয়ী মূল্যে সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

**(মোঃ আনিছুর রহমান)**

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ | ১০ |
| বু-ইকোনমি সেল | ১৪ |
| জ্বালানি ও খনিজ বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা, সেল, অধিদপ্তর, দপ্তর ও কোম্পানিসমূহ | ১৬ |
| বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহ এবং কার্যক্রম | ১৭ |
| বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহ এবং কার্যক্রম | ১০৫ |
| বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)-এর কার্যক্রম | ১৩৯ |
| বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সিটিটিউট (বিপিআই)-এর কার্যক্রম | ১৪৩ |
| হাইড্রোকার্বন ইউনিট-এর কার্যক্রম | ১৪৭ |
| বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) -এর কার্যক্রম | ১৫৩ |
| খনিজ সম্পদ উন্নয়ন বুরো (বিএমডি)-এর কার্যক্রম | ১৬১ |
| বিস্ফোরক পরিদপ্তর-এর কার্যক্রম | ১৬৫ |

# জ্বালানি খাত সম্পর্কিত উন্নয়ন কার্যক্রমের সার সংক্ষেপ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল ওয়েল হতে ৫ টি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ The ESSO Undertaking Acquisition Ordinance, 1975 এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.-কে সরকারিভাবে গ্রহণ করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে। সেই যুগান্তকারী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ (মধ্যম আয়ের দেশ) ও রূপকল্প-২০৪১ (উন্নত দেশের মর্যাদা) অর্জনে জ্বালানির চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০-এর লক্ষ্যমাত্রা-৭ "সবার জন্য টেকসই জ্বালানি" নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার এক দশকে অব্যাহতভাবে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্প উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে, যা বিশ্বে এক অনুকরণীয় রোল মডেল। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ইতোমধ্যে অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে ৮.১৩-এ উন্নীত হয়, যা বর্তমান মহামারীর কারণে বাধাগ্রস্থ হয়েছে। এক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জ্বালানির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবারহ অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। করোনা পরিস্থিতিতে প্রথমদিকে জ্বালানি চাহিদা কমে গেলে ধীরে ধীরে তা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তবে মার্চ, ২০২০ থেকে করোনা পরিস্থিতির কারনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হলেও প্রতিষ্ঠিত অনেক দেশের তুলনায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো রয়েছে।

## গত ১১ বছরের জ্বালানি খাতে উল্লেখযোগ্য অর্জন

| বিবরণ | ২০০৯ | ২০২০ | বৃদ্ধি |
|---|---|---|---|
| দৈনিক প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ | ১৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট | ৩৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট | ১৫৫৬ মিলিয়ন ঘনফুট |
| এলএনজি আমদানি সক্ষমতা | ০ | ১০০০ এমএমসিএফডি | ১০০০ এমএমসিএফডি |
| গ্যাসক্ষেত্র | ২৩টি | ২৭টি | ৪টি |
| গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ | ২০২৫ কিঃ মিঃ | ২৮৮৭ কিঃ মিঃ | ৮৬২ কিঃ মিঃ |
| খনন রিগ সংগ্রহ | --- | ৪টি ক্রয় ও ১টি পুর্নবাসন | ৫টি |
| তেল-গ্যাস অনুসন্ধান দ্বিমাত্রিক জরিপ | ২,৬৮০ লাইন কিঃ মিঃ | ২৮,৪৩৬৬ লাইন কিঃ মিঃ | ২৫,৭৫৬ লাইন কিঃ মিঃ |
| তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ত্রিমাত্রিক জরিপ | ৭৬৬ বর্গ কিঃ মিঃ | ৪,৯৮৬ বর্গ কিঃ মিঃ | ৪,২২০ বর্গ কিঃ মিঃ |
| ভূতাত্ত্বিক জরিপ | ৫৫৭ লাইন কিঃ মিঃ | ১৯,৪৮৬ লাইন কিঃ মিঃ | ১৮,৯৩০ লাইন কিঃ মিঃ |
| জ্বালানি তেল সরবরাহ | ৪০.৪৩ লক্ষ মেঃ টন | ৮৬.৩২ লক্ষ মেঃ টন | ৪৫.৮৯ লক্ষ মেঃ টন |
| জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা | ৩০ দিন (৯ লক্ষ মেঃ টন) | ৪০ দিন (১৩.২৮ লক্ষ মেঃ টন) | ১০ দিন (৪.২৮ লক্ষ মেঃ টন) |
| এলপিজি সরবরাহ | ৪৫ হাজার মেঃ টন | ১০ লক্ষ মেঃ টন | ৯.৫৫ লক্ষ মেঃ টন |
| এলপিজি সরবরাহকারী কোম্পানি | ৫টি | ১৮টি | ১৩টি |
| এলপিজি'র মূল্য (১২ কেজি) | ১৪০০ টাকা | ৯৭৫ টাকা | মূল্য হ্রাস ৪২৫ টাকা |

## গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ

২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে দেশজ গ্যাসের উৎপাদন ছিল দৈনিক ১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমান সরকারের সময়ে বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও সফল বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে তা দৈনিক ২,৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুট উন্নতি হয়েছে। এদিকে আগস্ট, ২০১৮ থেকে ১ম এফএসআরইউ এবং এপ্রিল, ২০১৯ থেকে ২য় এফএসআরইউ কমিশনিং এর ফলে বর্তমানে গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ দাড়িয়েছে প্রায় ৩,৩০০ এমএসসিএফডি। ফলে বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সার, শিল্প, গৃহস্থালি, সিএনজি, ব্যবসা-বাণিজ্যে বর্ধিত হারে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অব্যাহতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

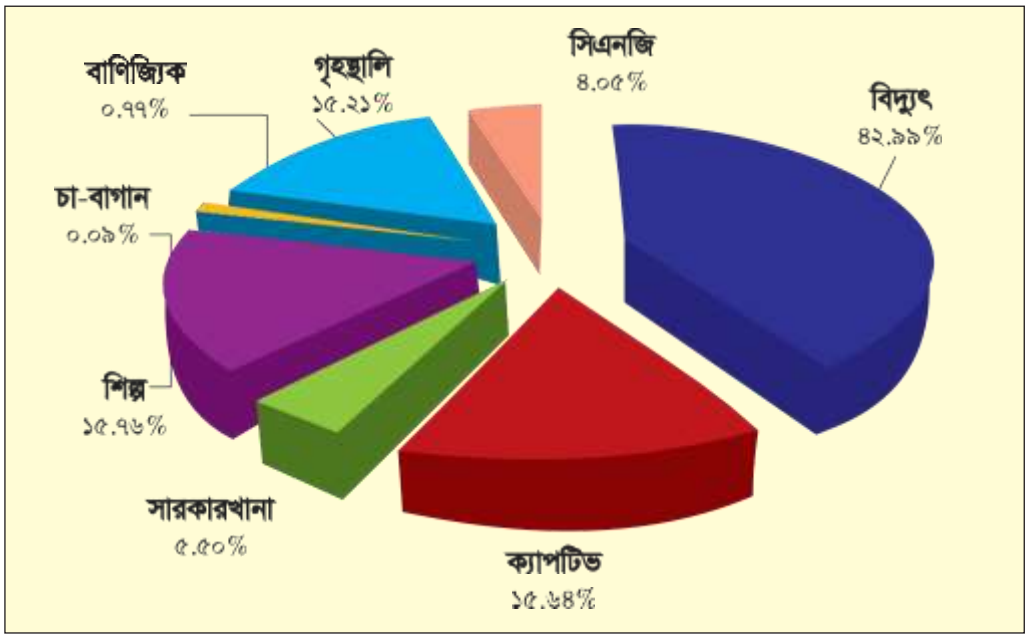


খাতওয়ারি গ্যাস ব্যবহার চিত্র জুন ২০২০

## গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম

- বর্তমান সরকারের সময়ে (২০০৯-২০২০) সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ ও ভোলা নর্থ নামে মোট চারটি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।
- বাপেক্স- এর কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক ৪টি রিগ ক্রয় ও ১টি রিগ পুনর্বাসন করাসহ অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্রয় হয়েছে।

## গ্যাস সঞ্চালন কার্যক্রম

- ২০০৯-২০২০ সময়েং ১২২৫ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৮৬২ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।
- আরও ৩৫৭ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মণের কাজ চলমান রয়েছে।
- গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনে গ্যাসের চাপ সমুন্নত রাখার জন্য ৩টি গ্যাস কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে (মুচাই, আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গা)।
- গ্যাস সঞ্চালন নেটওয়ার্ক সারাদেশে সম্প্রসারণ এবং আমদানিকৃত এলএনজি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরও ৮টি প্রকল্পের অধীনে মোট ৭৫৫ কিঃ মিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

## এলএনজি যুগে বাংলাদেশ

- কক্সবাজার জেলার মহেশখালিতে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল Floating Storage Re-gasification Unit (FSRU) স্থাপন করে আগস্ট, ২০১৮ হতে জাতীয় গ্রীডে এলএনজি সরবরাহ শুরু হয়েছে।

- ২০১৯ সালে এপ্রিল মাস থেকে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন আরও একটি FSRU স্থাপনের কাজ শেষ করে জাতীয় গ্রীডে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে বর্তমানে দৈনিক ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট আর-এলএনজি জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করার সক্ষমতা হয়েছে।

## সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান

- বর্তমানে অগভীর সমুদ্রে ৩টি ব্লকে এবং গভীর সমুদ্রে ১টি ব্লকে ৫টি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি একক ও যৌথভাবে তৈল-গ্যাস অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত রয়েছে।
- ৩টি অগভীর ব্লকের জন্য ৩টি পিএসসি স্বাক্ষরিত হয়েছে :
  - Santos-KrisEnergy-Bapex-এর সাথে ব্লক SS-11 এর জন্য ১টি পিএসসি
  - ONGC Videsh Ltd. (OVL)-Oil India Ltd. (OIL)- Bapex এর সাথে ব্লক SS-04 এবং SS-09 এর জন্য ২টি পিএসপি
- মার্চ ২০১৭ এ গভীর সমুদ্রে ব্লক DS-12 এর জন্য POSCO Daewoo Corporation এর সাথে ১টি পিএসসি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

## কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার

- বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি লংওয়াল টপ কোল কেভিং (এলটিসিসি) পদ্ধতিতে বর্তমানে গড়ে দৈনিক প্রায় ৩,০০০-৩,৫০০ মেট্রিক টন উন্নতমানের বিটুমিনাস কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে।
- উৎপাদিত সম্পূর্ণ কয়লা বর্তমানে বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সরবরাহ করা হচ্ছে । ফলে সমগ্র উত্তরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে।

## কঠিন শিলার উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রানাইট স্লাবের ব্যবহার

- মধ্যপাড়া খনির পাথর/কঠিন শিলার উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রানইট স্লাব হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাই করার লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পাদন করা হয়েছে।

## তরল জ্বালানি সরবরাহ কার্যক্রম

- ২০০৯-২০২০ সময়ে দেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি তরল জ্বালানি সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে ২০০৯ সালে দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা ছিল ৪০.৪৩ লক্ষ মেঃটন।
- ২০২০ সালে দেশে মোট ৮৬.৩২ লক্ষ মে.টন জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হয়।
- জ্বালানি তেলের আমদানির উৎস বহুমুখীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে বর্তমানে ৫০% তেল জিটুজি (G to G) পদ্ধতিতে ১১টি দেশ থেকে এবং অবশিষ্ট ৫০% টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় করা হচ্ছে।
- দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারীর শিলিগুড়ি টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশের পাবর্তীপুর পর্যন্ত ১৩১.৫০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন স্থাপন করা হচ্ছে।
- গ্যাসক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত কনডেনসেট থেকে দেশের পেট্রোল এবং অকটেনের অধিকাংশ চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে।
- মংলায় ১ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জ্বালানি তেলের স্টোরেজ ট্যাংক নিমার্ণ সম্পন্ন হয়েছে।

## সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম)

- বর্তমানে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত অপরিশোধিত/পরিশোধিত জ্বালানি তেল বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রের মাদার ভেসেল থেকে ছোট ছোট জাহাজের (লাইটারেজ) মাধ্যমে খালাস করা হয়। ফলে সময় ও অর্থ ব্যয়ের পাশাপাশি সিস্টেম লসের পরিমাণ বেশি হয়।

- এ প্রেক্ষাপটে আমদানিকৃত তেল জাহাজ হতে সরাসরি পাইপলাইনের মাধমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাসের জন্য গভীর সমুদ্রের ভাসমান আনলোডিং ফ্যাসিলিটি স্থাপন এবং সেখান থেকে সাব-সী পাইপলাইনের মাধ্যমে অপরিশোধিত তেল সরাসরি ইআরএল'র শোর ট্যাংকে এবং পরিশোধিত জ্বালানি তেল তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির মূল স্থাপনার ট্যাংক ফার্মে গ্রহণ করার জন্য 'সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন' প্রকল্প বাস্তাবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২২০ কি.মি. পাইপলাইনের মধ্যে ১৭৮ কি.মি. পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। মহেষখালিতে ৬টি ট্যাংক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

## এলপিজি'র ব্যবহার বৃদ্ধি

- জানুয়ারি ২০০৯ এ লিক্যুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) মোট সরবরাহ ছিল ৪৫ হাজার মেঃ টন বর্তমানে এর পরিমাণ প্রায় ১৫ গুন বৃদ্ধি পেয়ে ১০ লক্ষ মেঃ টনে উন্নীত হয়েছে।
- বর্তমান সরকারের জনবান্ধব এবং সময়োপযোগী এলপিজি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তাবায়নের ফলে বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি ১৮টি কোম্পানি এলপিজি আমদানি ও বাজারজাত করছে এবং গ্রাহক সংখ্যা দাড়িয়েছে প্রায় ৩৮ লক্ষ।
- ১২ কেজি এলপিজি'র মূল্য ১৪০০ টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ৯৭৫ টাকায় নেমে এসেছে। সম্প্রতি বিইআরসি একটি ১২ কেজি সিলিন্ডারের মূল্য ৯৭৫ টাকা নির্ধারণ করেছে

## উল্লেখযোগ্য চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম

- এলএনজি থেকে প্রাপ্ত গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহের জন্য পাইপলাইন নির্মাণ:
- মহেশখালি থেকে আনোয়ারা : ৭৯ কিঃ মিঃ
- বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর ১১৫ কিঃ মিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ
- চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ : ১৮১ কিঃ মিঃ
- আমদানিকৃত পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল দ্রুত এবং সহজে খালাসের জন্য ২২০ কিঃমিঃ পাইপলাইন ও ট্যাংক ফার্ম সহ এসপিএম স্থাপন।
- উড়োজাহাজের জ্বালানি 'জেট ফুয়েল' সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য কাঞ্চন ব্রীজ হতে কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডেপো পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণ।

  ১৩১.৫০ মিঃ মিঃ দীর্ঘ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন স্থাপন।
- কূপ থেকে যথাযত চাপে গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্যে ১৩টি ওয়েল হেড কম্প্রেসর স্থাপন।
- অকটেন তৈরীর জন্য ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট (সিআরইউ) স্থাপন।
- ৩টি তেল কোম্পানি (পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা) প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ।
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম প্রায় ৪ লক্ষ প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন।
- ধনুয়া-এলেঙ্গা ৬৭ কিঃ মিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ।
- ঢাকা-চট্টগ্রাম ২৪৬ কিঃ মিঃ তেল সরবরাহ পাইপলাইন নির্মাণ।
- **ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা।**
- স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন।
- গভীর সমুদ্রে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহণ।
- ২০২২ সালের মধ্যে সকল আবাসিক গ্রাহকে প্রিপেট মিটারের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিঃ ইউনিট-২ স্থাপন্
- মংলা-দৌলতপুর তেল সরবরাহ পাইপলাইন নির্মাণ।
- পার্বতীপুর-রংপুর তেল সরবরাহ পাইপলাইন নির্মাণ।
- পার্বতীপুর-বগুড়া তেল সরবরাহ পাইপলাইন নির্মার্ণ

# ব্লু-ইকোনমি সেল
# জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

## ১. পরিচিতি, কার্যাবলি ও জনবল কাঠামো

### পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী সিদ্ধান্ত ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে প্রতিবেশি ভারত ও মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এক অনন্য অর্জন। জাতিসংঘের সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল (International Tribunal of the Law on the Sea) কর্তৃক ২০১২ সালে বাংলাদেশ ও মায়ানমার এবং আন্তর্জাতিক সালিশী আদালতের রায়ে (United Nations Permanent Court of Arbitration (UNPCA)) ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের সাথে সমুদ্র বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সমুদ্র এলাকায় মোট ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার অঞ্চলে বাংলাদেশের নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সমুদ্র বিজয়ের ফলশ্রুতিতে সুনীল প্রবৃদ্ধির অপার সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র BLUE ECONOMY বা সুনীল অর্থনীতির যুগে প্রবেশ করে বাংলাদেশ। বাংলাদেশে সুনীল অর্থনীতির অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে ৯ জুন ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সারসংক্ষেপ অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতায় ২৫ জন জনবল নিয়ে অস্থায়ী Blue Economy সেলের পথ চলা শুরু হয়। গত ৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি Blue Economy Cell কার্যালয়ের কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

### জনবল কাঠামো

| | | |
|---|---|---|
| ১। | অতিরিক্ত সচিব | - ১ জন |
| ২। | যুগ্মসচিব | - ১ জন |
| ৩। | কমোডর পর্যায়ের কর্মকর্তা | - ১ জন |
| ৪। | উপসচিব | - ২ জন |
| ৫। | ব্যবস্থাপক/উপ-ব্যবস্থাপক, পেট্রোবাংলা | - ১ জন |
| ৬। | উপ-পরিচালক, জিএসবি | - ১ জন |
| ৭। | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | - ৪ জন |
| ৮। | ব্যক্তিগত কর্মকর্তা | - ৩ জন |
| ৯। | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | - ৪ জন |
| ১০। | অফিস সহায়ক | - ৭ জন |

বর্তমানে এ-সেলে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একজন কমোডর, একজন উপসচিব, বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের একজন উপপরিচালক, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেডের একজন উপ-মহাব্যবস্থাপকসহ মোট ৯ জন জনবল রয়েছে।

### অস্থায়ী সেলের কার্যপরিধি

ক) ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয় করা;

খ) প্রতি ২ (দুই) মাস অন্তর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে নিয়ে সভা করা;

গ) প্রতি মাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা;

ঘ) স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করা; এবং

ঙ) একটি পূর্ণাঙ্গ স্থায়ী সেল গঠনের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

## ২. ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য

সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণ, সুষ্ঠ আহরণ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী সিদ্ধান্তের বাস্তব রূপায়নই হচ্ছে সুনীল অর্থনীতি। সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণ, আহরণ ও এর যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য ১৯ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত সমন্বয় সভা করা হয় এবং সভাসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৭ টি সমন্বয় সভাসহ মোট ৮টি সভা করা হয়েছে। সুনীল প্রবৃদ্ধি (Blue growth) অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচনসহ জনমানুষের জীবনমান ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের অগ্রাধিকার বিবেচনা পূর্বক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে ২০১৯-২০ সালে মোট ২ টি এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করা হয় (ছবি-১)।

ছবি ১: কক্সবাজার এর নুনিয়াছাড়া এলাকার বাকখালী নদীর মোহনায় (ক) সীউইড এবং (খ) ওয়েস্টার চাষ।

## ৮. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

ব্লু ইকোনমি সেলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিম্নে দেয়া হল:

- জাতীয় স্বার্থে ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত কার্যক্রম সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য অস্থায়ী ব্লু ইকোনমি সেলকে স্থায়ী সেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা;
- নিয়মিতভাবে ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে তথ্য ভাণ্ডার তৈরী করা;
- ব্লু ইকোনমির অমিত সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের কাজের মধ্যে Alignment তৈরি করা;
- ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের সাথে নিয়মিত সমন্বয় সভার মাধ্যমে ব্লু ইকোনমি সম্পর্কিত যে ধারণা ও কার্যক্রম প্রচার করা হয় সেসবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।
- বাংলাদেশের ব্লু ইকোনমির টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সহযোগিতা স্থাপন করা;
- নিয়মিতভাবে সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে ব্লু ইকোনমি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা ;
- ব্লু ইকোনমি সেলের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- সমুদ্র থেকে সম্পদ আহরনের জন্য পর্যাপ্ত বিশেষজ্ঞ লোকবল তৈরির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও প্রকল্প গ্রহণ করা;
- একটি সমন্বিত পরিকল্পনা ও টেকসই কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সমন্বিত উপকূলীয় ও সামুদ্রিক ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ণে সহায়তা করা।

## ৯. অন্যান্য

ব্লু ইকোনমি সেল কর্তৃক নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার নিকট সরকারের সুনীল অর্থনীতির বিষয়ে গৃহীত নীতি, কৌশল ও তৎপরতা তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধমে বিভিন্ন পরিসরে এই নতুন দিগন্ত নিয়ে চিন্তা ভাবনাও অংশ গ্রহণের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুনীল অর্থনীতির বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের লক্ষে শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে এবং ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত গবেষণায় সাহায্য করা হয়েছে ।

# জ্বালানি ও খনিজ বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা, সেল, অধিদপ্তর, দপ্তর ও কোম্পানিসমূহ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

- বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)
- ব্লু ইকোনমি সেল
- বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিআইআরসি)
- বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)
- খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
- বিস্ফোরক পরিদপ্তর
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই)
- হাইড্রোকার্বন ইউনিট
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)
  - বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)
  - বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড
  - সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড
  - গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড
  - তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
  - বাখরাবাদ ডিষ্টিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
  - জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিষ্টেম লিমিটেড
  - পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড
  - কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
  - সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড
  - রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড
  - বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড
  - মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড
  - পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড
  - মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড
  - যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড
  - ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড
  - এল পি গ্যাস লিমিটেড
  - ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডারস লিমিটেড
  - স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড

PETROBANGLA

# বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কার্যক্রম

TGTDCL
RPGCL
BAPEX
BCMCL
SGFL
MGMCL
BGFCL
TGTDCL
SGCL
GTCL
PGCL
KGDCL
JGTDSL
BGDCL

# পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যক্রম

## পেট্রোবাংলার পরিচিতি

১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর-২৭ এর ক্ষমতাবলে অত্র করপোরেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর সার্বিক কর্মকান্ড আরম্ভ হয়। ১৯৮৩-১৯৮৪ সালে তৎকালীন সরকারের পূণর্গঠন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (নম্বর-২১/২০০৫) এবং পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালের (সংশোধিত) আইন নং-১১ অনুযায়ী বর্তমান বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

## পেট্রোবাংলার দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(ক) বাংলাদেশ সরকারের নীতি অনুযায়ী দেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উত্তোলন সঞ্চালন, পরিচালন ও বিতরণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করা;

(খ) করপোরেশনের আওতাধীন কোম্পানিসমূহের কাজের সমন্বয় সাধন, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কাজের সুষ্ঠু তদারকি করা;

(গ) দেশে উৎপাদিত গ্যাস,কনডেনসেট, জ্বালানি তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদের উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিপণন এবং এলএনজি (Liquefied Natural Gas) আমদানী ব্যবস্থার সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন করা;

(ঘ) তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের নিমিত্তে গবেষণা পরিচালনা করা;

(ঙ) তেল ও গ্যাসের অনুসন্ধান ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির সহিত উৎপাদন বন্টন চুক্তি সম্পাদন এবং স্বাক্ষরিত উৎপাদন বন্টন চুক্তি অনুযায়ী কার্যাদি তত্ত্বাবধান, পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধন করা; এবং

(চ) গ্যাস ও খনি সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাৎসরিক সরকারি তহবিল, বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।

# পেট্রোবাংলা-এর আওতাধীন ১৩টি কোম্পানিসমূহ

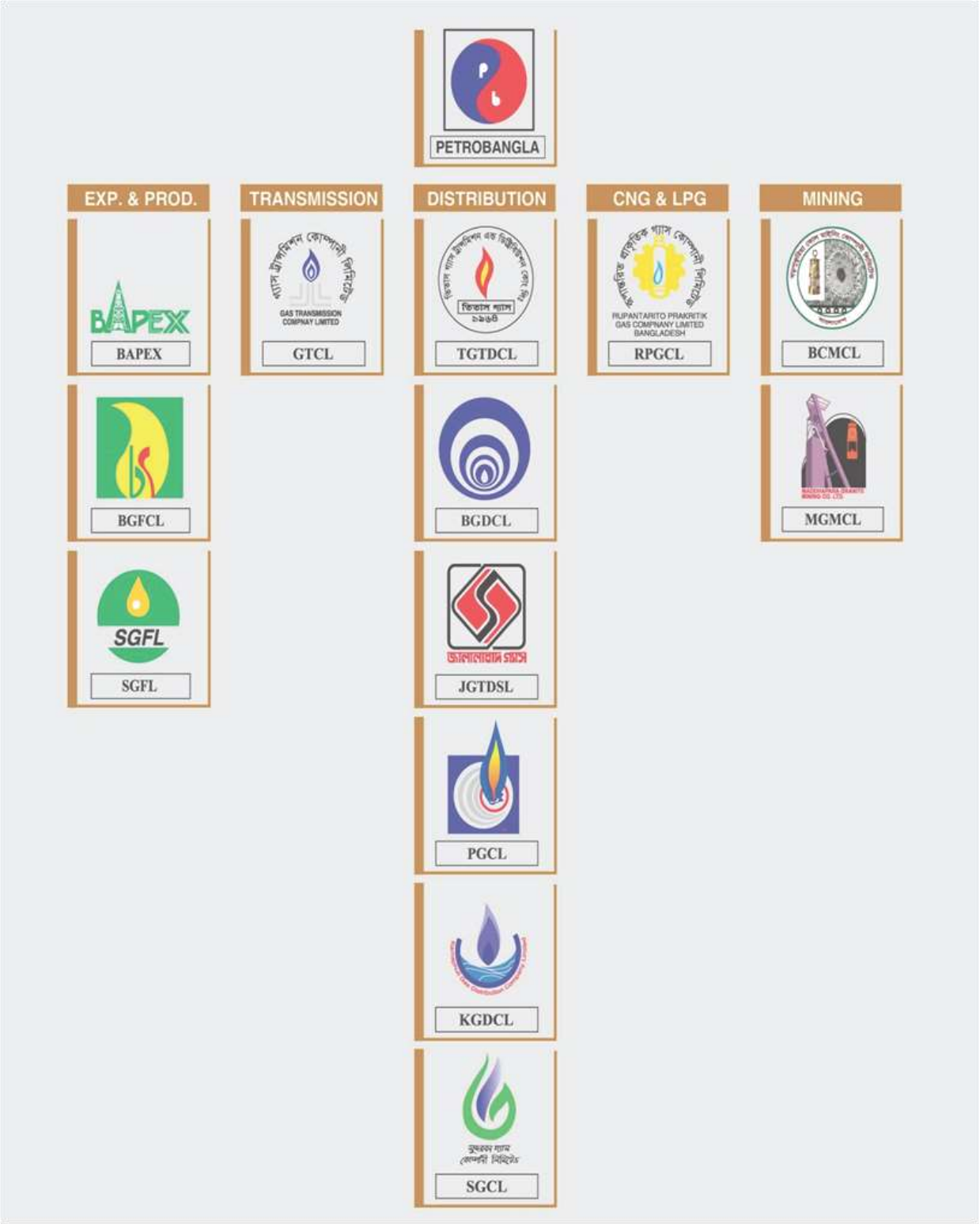

# বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

## কোম্পানির পরিচিতি

| | | |
|---|---|---|
| বাপেক্স গঠন | | ১ জুলাই ১৯৮৯ |
| বাপেক্স গঠন (অনুসন্ধান কোম্পানি হিসেবে) | : | ২৩ এপ্রিল, ২০০২ |
| রেজিস্টার্ড অফিস | | বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫<br>ফোন: +৮৮০২-৫৫০১১৭৮৮, ফ্যাক্স: +৮৮০২-৫৫০১১৭৮৭<br>ই-মেইল: secretary@bapex.com.bd<br>ওয়েব সাইট: www.bapex.com.bd |
| স্থায়ী জনবল | : | মোট ৬৮৯ জন (কর্মকর্তা ৩৬১ জন এবং কর্মচারী ৩২৮ জন) |
| মোট অনুসন্ধান কূপ | | ১২ টি |
| মোট উন্নয়ন কূপ | : | ১৭ টি (বাপেক্স মালিকানাধীন ১১ টি, অন্যান্য কোম্পানির অধীন ৬ টি) |
| মোট ওয়ার্কওভার কূপ | : | ৩৪ টি (বাপেক্স মালিকানাধীন ৭ টি, অন্যান্য কোম্পানির অধীন ২৭ টি) |
| আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র | : | ৯ টি |
| উৎপাদনক্ষম গ্যাসক্ষেত্র | : | ৭টি (ভোলা নর্থ এখনও জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হয়নি) |
| মোট গ্যাস মজুদ | : | ২৫৫৯.৩৫ বিসিএফ (জুন '২০ পর্যন্ত উৎপাদিত গ্যাস ৪৭৩ বিসিএফ) |
| দৈনিক গ্যাস উৎপাদন | : | ১০৫.৫ মিলিয়ন ঘনফুট |
| মোট ভূতাত্ত্বিক জরিপ | : | ৩,০৯৬ লাইন-কিলোমিটার |
| মোট দ্বিমাত্রিক ভূকম্পন জরিপ | : | ১২,৭২৩ লাইন-কিলোমিটার |
| মোট ত্রিমাত্রিক ভূকম্পন জরিপ | : | ৪০৭০ বর্গ কিলোমিটার |
| খনন রিগের সংখ্যা | : | ৪ টি (২ টি রিগ একই সাথে ওয়ার্কওভার কাজের উপযোগী) |
| ওয়ার্ক-ওভার রিগের সংখ্যা | : | ২ টি |
| মাড ল্যাবরেটরি | : | ৪ টি |
| মাডলগিং ইউনিট | : | ৩ টি |
| সিমেন্টিং ইউনিট | | ২ টি |

## দায়িত্ব ও কার্যাবলি

১৯৮৯ সালে পেট্রোবাংলার অনুসন্ধান পরিদপ্তর বিলুপ্তির মাধ্যমে গঠন করা হয় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন কোম্পানি (বাপেক্স)। এর মূল কার্যক্রম ছিল দেশের অভ্যন্তরে তেল, গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-পদার্থিক জরিপ এবং খনন কার্যক্রম পরিচালনা করা। মূলতঃ বাপেক্সের তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬৪ সালে ওজিডিসি অব পাকিস্তান এর মাধ্যমে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ওজিডিসি (বাংলাদেশ) ও তেল সন্ধানী এর অধীনে কার্যক্রম পরিচালনার পর ১৯৭৪ সালে বিওজিএমসি (পেট্রোবাংলা) এর অনুসন্ধান পরিদপ্তরের অধীনে দীর্ঘ ১৫ বছর কার্যক্রম পরিচালনার পর ১৯৮৯ সালে কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বাপেক্স। উদ্দেশ্য ছিল দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা। উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বাপেক্স তার পূর্বসূরি পেট্রোবাংলার প্রেষণে নিযুক্ত জনবল, যন্ত্রপাতি ও ক্ষতির দায়ভার নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বিগত ২০০০ সালে সরকার বাপেক্স-এর কার্যক্রমকে আরো গতিশীল এবং বিস্তৃত করার লক্ষ্যে অনুসন্ধান কার্যক্রমের পাশাপাশি উৎপাদন কার্যক্রমও পরিচালনার অনুমতি প্রদান করে। বর্তমানে বাপেক্স দেশের অভ্যন্তরে স্থলভাগে তেল, গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ সকল

মূল কার্যক্রম পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ/সহায়ক কার্যক্রম হিসেবে বাপেক্স তেল, গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়নের জন্য ভূ-তাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক জরিপসহ উপাত্ত মূল্যায়ন, বেসিক পর্যালোচনা, পূর্ত উন্নয়ন, ভূ-তাত্ত্বিক ও ভূ-রসায়নিক বিশ্লেষণ, খনন, ওয়ার্কওভার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন করছে।

বাপেক্স আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে পিএসসি বক-৯ এর অপারেটর ক্রিস এনার্জি'র অধীন উন্নয়ন কূপ চুক্তিভিত্তিতে খননের কাজ লাভ করেছে। বর্তমানে বাপেক্স সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত নির্ধারিত অংশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও খনন কার্যক্রমের পাশাপাশি সালদানদী, শাহবাজপুর, ফেঞ্চুগঞ্জ, সেমুতাং, বেগমগঞ্জ, শাহাজাদপুর-সুন্দলপুর ও শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্র থেকে দৈনিক প্রায় ১০৫.৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করছে। শাহবাজপুর কূপ থেকে উৎপাদিত গ্যাস পিডিবি'র পাওয়ার প্ল্যান্টসহ অন্যান্য গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হচ্ছে।

বাপেক্স ইতোমধ্যে ১২ টি অনুসন্ধান কূপ খনন করেছে যার মধ্যে ১০ টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বাপেক্স সৃষ্টির পর হতে এ যাবত অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কূপ খননের পাশাপাশি ৩৪ টি কূপে সফলতার সাথে ওয়ার্কওভার কার্য সম্পাদন করেছে। বিগত ৩০ বছরের তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা পেট্রোলিয়াম সেক্টরে বাপেক্স-এর কারিগরী সক্ষমতা আন্তর্জাতিক মানের পর্যায়ে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চলমান খনন প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন গ্যাসের আধার আবিষ্কৃত হলে দেশের জ্বালানি সংকট নিরসনে সহায়ক হবে।

বিগত ৩০ বছর ধরে বাপেক্স তেল/গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন কাজ চালিয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাপেক্স সীমিত সম্পদ এবং বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝেও স্বকীয় কর্মযজ্ঞ দ্বারা দেশের জ্বালানি সংকট নিরসনে প্রভূত অবদান রেখে চলেছে। বিশেষায়িত এ কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নাগরিক সুবিধার বাইরে থেকে দিন-রাত পালাক্রমে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমের প্রাথমিক পর্যায় থেকে চূড়ান্ত পর্যায় পরিচালিত কর্মকান্ডে অন্যান্য সকল কাজের চেয়ে অনেক বেশী ঝুঁকি বিদ্যমান। বিভিন্ন প্রকার বিস্ফোরক, ক্ষতিকর রাসায়নিক ও তেজস্ক্রিয় দ্রব্যাদি ব্যবহার, ভারী মালামাল স্থাপন-বিয়োজন, উচ্চ চাপযুক্ত গ্যাস/পানি, উচ্চ মাত্রার শব্দ দূষণ, দুর্ঘটনা ও বো আউট জনিত অগ্নিকান্ডসহ যে কোন ধরণের দূর্ঘটনার ঝুঁকি সার্বক্ষনিক বিদ্যমান। এতসব প্রতিকূলতার মাঝেও বিপুল কর্মযজ্ঞ দ্বারা দেশের চলমান জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় বাপেক্স কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ প্রতিনিয়ত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে যা বাপেক্স-এর কারিগরী সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করেছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরটি সার্বিক কর্মকাণ্ডের আলোকে বাপেক্সের জন্য প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠে সফলতা অর্জনের প্রচেষ্টার বছর। যদিও করোনা প্রাদুর্ভাব কারিগরি কার্যক্রমে কিছুটা প্রভাব বজায় রেখেছিল। প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে পৃথক পৃথক প্রকল্পের সম্ভাব্য মেয়াদসহ ২০৩০ সাল পর্যন্ত বাপেক্সের একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। বাপেক্স-কে কারিগরী ও আর্থিক দিক থেকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের সার্বিক সহযোগিতা আগামীতে বাপেক্স এর কার্যক্রমকে বেগবান করবে এবং বাপেক্স-কে তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে।

# বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড

## কোম্পানির পরিচিতি

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এবং পেট্রোবাংলার অধীনস্থ সর্ব বৃহৎ প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। দেশের প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহের দায়িত্ব এ কোম্পানির উপর ন্যস্ত। পাশাপাশি এ কোম্পানি গ্যাসের সাথে উৎপাদিত কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণ করে উৎপাদিত পেট্রোল ও ডিজেল বিপিসি'র আওতাধীন বিপণন কোম্পানিসমূহে সরবরাহ করছে।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে শাহাদত বরণের মাত্র ৬ দিন আগে ৯ আগস্ট তৎকালীন ব্রিটিশ কোম্পানি শেল অয়েল এর নিকট হতে তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, রশিদপুর ও কৈলাসটিলা এ ৫টি গ্যাস ফিল্ডসহ তাদের সকল শেয়ার নামমাত্র মূল্য ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং বা ১৭.৮৬ কোটি টাকায় ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসেন। জাতির পিতার এ সুদূর প্রসারী ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের ফলে দেশীয় গ্যাস সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জাতীয় সম্পদে পরিণত হয় এবং ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তার ভিত রচিত হয়। উক্ত শেল অয়েল কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি লিমিটেড নামকরণ করা হয়।

## দায়িত্ব ও কার্যাবলি

বিজিএফসিএল প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন এবং গ্যাসের সাথে উৎপাদিত কনডেনসেট প্রক্রিয়াজাত করে পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদনের মাধ্যমে জ্বালানি খাতে বিশেষ অবদান রাখছে। দেশের মোট গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক প্রায় ২৭৪০ মিলিয়ন ঘনফুটের বিপরীতে অত্র প্রতিষ্ঠান দৈনিক প্রায় ৬৮০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করছে যা দেশের মোট উৎপাদনের ২৫% এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্যাস উৎপাদনের ৭৭%। গ্যাসের উপজাত কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণ করে MS ও HSDG রূপান্তর করে বিপিসি'র বিপণন কোম্পানিকে সরবরাহ করছে। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারের কর্মপরিকল্পনার আওতায় বিজিএফসিএল বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে নতুন কূপ খনন, বিদ্যমান কূপসমূহের ওয়ার্কওভার, গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন, প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে সম্পাদন করে যাচ্ছে। পাশাপাশি কোম্পানি ভ্যাট, ডিএসএল, লভ্যাংশ ও উৎসে আয়কর বাবদ অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদানের মাধ্যমেও দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

# সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

## কোম্পানির পরিচিতি

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পেট্রোবাংলার আওতাভুক্ত গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) দেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের আবিষ্কার, উৎপাদন ও বহুমুখী ব্যবহারের ক্ষেত্রে গত পাঁচ যুগ ধরে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৫৫ সালে হরিপুর ফিল্ডে গ্যাস আবিষ্কার এবং ১৯৬০ সালে ছাতক গ্যাস ফিল্ড হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেশে প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও সরবরাহের মধ্য দিয়ে এ কোম্পানির কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতা পূর্বকালে পাকিস্তান পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (পিপিএল) নামে সিলেট ও ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র নিয়ে কোম্পানি কার্যক্রম পরিচালনাধীন ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (বিপিএল) নামে এবং ৮ই মে ১৯৮২ সালে পিপিএল/বিপিএল-এর সকল স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ও দায়-দেনা নিয়ে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) নামে কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়।

## দায়িত্ব ও কার্যাবলি

-এসজিএফএল-এর অধীনে বর্তমানে ৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের ১০টি কূপ হতে দৈনিক গড়ে ১১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জালালাবাদ, বাখরাবাদ, পশ্চিমাঞ্চল এবং কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড অধিভূক্ত এলাকায় সরবরাহ করা হয়।

-কোম্পানির উৎপাদিত গ্যাসের সাথে সহজাত হিসেবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কনডেনসেট আহরিত হয়। আহরিত কনডেনসেট নিজস্ব ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের মাধ্যমে বিভাজন করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করা হয়, যা বিপিসি'র অধীনস্থ পদ্মা, মেঘনা, যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড-এর মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়।

-কোম্পানির অধীনস্থ কৈলাশটিলা ফিল্ডে স্থাপিত দেশের একমাত্র মলিকুলার সীভ টার্বো এক্সপান্ডার প্ল্যান্টের মাধ্যমে এনজিএল আহরণ করা হয় যা পেট্রোবাংলার অধীনস্থ রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড-এর নিকট সরবরাহ করা হয়। উক্ত এনজিএল এলপিজি উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

-শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিবিয়ানা ফিল্ডের উৎপাদিত গ্যাস সহজাত কনডেনসেট রশিদপুরে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে স্থাপিত দৈনিক ৩৭৫০ ও ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করে বিপিসি'র মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়।

-বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)-এর ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ডের গ্যাস সহজাত কনডেনসেট এবং শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেড-এর মৌলভীবাজার ফিল্ডের গ্যাস সহজাত কনডেনসেট সহ বিবিয়ানা ও জালালাবাদ ফিল্ডের উদ্বৃত্ত কনডেনসেট এসজিএফএল-এর মাধ্যমে দেশে বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত ১০টি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের নিকট চুক্তি অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়।

# তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

## কোম্পানির পরিচিতি

১৯৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিতাস নদীর তীরে বিশাল গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ১৯৬৪ সালের ২০ নভেম্বর তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৎকালীন সরকারি প্রতিষ্ঠান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ১৪ ব্যাস সম্পন্ন ৫৮ মাইল দীর্ঘ তিতাস-ডেমরা সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্ন হলে ১৯৬৮ সালের ২৮ এপ্রিল সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের মধ্য দিয়ে কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক জনাব শওকত ওসমান-এর বাসায় ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়। একটি অগ্রগামী জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিতাস গ্যাস তার সেবার মাধ্যমে জনগণের আস্থাভাজন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছে এ গৌরবময় সাফল্য অর্জন।

বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সুদৃঢ় করতে তিতাস গ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এমনকি প্রাকৃতিক গ্যাসের কাঙ্খিত ব্যবহার নিশ্চিত করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। জ্বালানি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের অগ্রদূত হিসেবে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে তিতাস গ্যাসের অবদান অনির্বাণ শিখার মতই দীপ্তিমান।

সূচনালগ্ন থেকে কোম্পানির ৯০% শেয়ারের মালিক ছিল তৎকালীন সরকার এবং ১০% শেয়ারের মালিক ছিল শেল অয়েল কোম্পানি। ১৯৭২ সালের Nationalization Order বলে সরকারি মালিকানাধীন উল্লিখিত পরিমাণ শেয়ারের মালিকানা স্বত্ব বাংলাদেশ সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। অবশিষ্ট ১০% শেয়ার ৯ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে শেল অয়েল কোম্পানির সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি অনুযায়ী ১.০০ (এক লক্ষ) পাউন্ড-স্টার্লিং পরিশোধের বিনিময়ে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে সরকারি মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর এ কোম্পানি শুরুতে ১.৭৮ কোটি টাকা অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন সহযোগে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়ে রাষ্ট্রীয় সংস্থা পেট্রোবাংলার অধীনে ন্যস্ত হয়। বর্তমানে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২,০০০.০০ কোটি ও ৯৮৯.২২ কোটি টাকা।

### দায়িত্ব ও কার্যাবলি

কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অধিভুক্ত এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের মাঝে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করা। এ লক্ষ্যে বিতরণ পাইপলাইনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক গ্যাস স্থাপনা নির্মাণ এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কোম্পানির অন্যতম প্রধান কাজ। তিতাস গ্যাস বর্তমানে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলায় গ্যাস সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত।

## বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

### কোম্পানির পরিচিতি

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ক) | কোম্পানির নাম | : | বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)। |
| (খ) | কোম্পানি প্রতিষ্ঠার তারিখ | : | ০৭ জুন, ১৯৮০ খ্রিঃ। |
| (গ) | রেজিষ্টার্ড অফিস | : | চাঁপাপুর, কুমিল্লা-৩৫০০। |
| (ঘ) | নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা | : | বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)। |
| (ঙ) | প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় | : | বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। |
| (চ) | বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহ শুরু | : | ২০ মে, ১৯৮৪ হতে শুরু করে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ/বিতরণ অব্যাহত রয়েছে। |

### দায়িত্ব ও কার্যাবলি

জিটিসিএল ও টিজিটিডিসিএল-এর সঞ্চালন পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস অত্র কোম্পানির নিম্নোক্ত ফ্রাঞ্জাইজ এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহক যথা বিদ্যুৎ, সার, কেপটিভ পাওয়ার, শিল্প, সিএনজি, বাণিজ্যিক ও আবাসিক গ্রাহকের নিকট বিতরণ করা -

(ক) কুমিল্লা জেলা সদর, লাকসাম, মুরাদনগর, দেবীদ্বার, দাউদকান্দি, হোমনা, চান্দিনা, বরুড়া, বুড়িচং এবং চৌদ্দগ্রাম উপজেলা।

(খ) চাঁদপুর জেলা সদর, হাজীগঞ্জ, মতলব, কচুয়া, এবং শাহরাস্তি উপজেলা।

(গ) ফেনী জেলা সদর, দাঁগণভূঞা, ছাগলনাইয়া, পরশুরাম, সোনাগাজী এবং ফুলগাজী উপজেলা।

(ঘ) নোয়াখালী জেলা সদর, বসুরহাট, সেনবাগ, বেগমগঞ্জ, সোনাইমুড়ি এবং চাটখিল উপজেলা।

(ঙ) লক্ষীপুর জেলা সদর।

(চ) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর, আশুগঞ্জ, কসবা এবং বাঞ্ছারামপুর।

# কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড

## কোম্পানির পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ বিভাগের ১১ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে জারীকৃত গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিগুলোকে সমন্বয় ও সুষমকরণপূর্বক গ্যাস শিল্পের বিকাশ এবং এ শিল্পের আওতাধীন বিভিন্ন গ্রাহকের সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড-কে পুনর্বিন্যাস করে "কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড" (কেজিডিসিএল) গঠন করা হয়। তদানুযায়ী কোম্পানি আইন-১৯৯৪ এর আওতায় ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে চট্টগ্রামস্থ রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস-এ নিবন্ধিতকরণের মাধ্যমে পেট্রোবাংলার অধীনে "কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড" (কেজিডিসিএল) নামে অত্র কোম্পানি আত্মপ্রকাশ করে। জুলাই ২০১০ হতে কেজিডিসিএল এর রাজস্ব আদায় কার্যক্রম শুরু হয় এবং ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এম.পি. কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড-এর কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করেন।

## দায়িত্ব ও কার্যাবলি

"কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড" এর অধিভুক্ত এলাকায় অর্থাৎ বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে গ্যাস পাইপ লাইন বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করে জনগণের মধ্যে গ্যাস সরবরাহ করে রাজস্ব আহরণ করা এবং আহরিত রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা। কেজিডিসিএল গ্রাহকগণকে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণ করে থাকে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে কোম্পানি বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতষ্ঠানের উন্নয়নে এবং দৈব দূর্বিপাকে ক্ষতিগ্রস্থ ও বিপন্ন মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। কোম্পানি কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে উন্নয়নের জন্য কোম্পানির সিএসআর খাত হতে আর্থিক সহায়তা হিসেবে ৪৫.৭৪ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। কেজিডিসিএল সিটিজেন চার্টারের আওতায় গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধির বিষয়েও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে কেজিডিসিএল গ্যাস সরবরাহ সচল রেখে রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা করে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

# জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

## কোম্পানির পরিচিতি

হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত পুণ্যভমি সিলেটে ১৯৫৫ সালে প্রথমে হরিপুরে এবং ১৯৫৯ সালে ছাতকে গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। ১৯৬০ সালে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরীতে এবং ১৯৬১ সালে ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে এদেশে বাণিজ্যিকভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার শুর হয়। পরবর্তীতে পেট্রোবাংলার ব্যবস্থাপনায় ১৯৭৭ সালে "হবিগঞ্জ টি ভ্যালী প্রকল্প" বাস্তবায়নের পর সিলেট শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় গ্যাসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে "সিলেট শহর গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প" এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৭৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে হযরত শাহজালাল (রঃ)- এর মাজার শরীফে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে সিলেট শহরে গ্রাহক সেবা কার্যক্রম শুরু করা হয়। এরপর আরো কয়েকটি প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের পর ১৯৮৬ সালের ১ ডিসেম্বর কোম্পানি আইনের আওতায় ১৫০ কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধন সহ জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড গঠন করা হয়।

## দায়িত্ব ও কার্যাবলি

কোম্পানির আওতাভূক্ত সিলেট বিভাগে অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করা কোম্পানির মূল কাজ। সে লক্ষ্যে দেশীয় প্রতিষ্ঠান সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোং লিঃ ও আইওসিভূক্ত প্রতিষ্ঠান জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস সরবরাহ গ্রহণপূর্বক পরিবহণ ও বিতরণের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং গ্যাস বিক্রি ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে গ্যাস পরিবহন ও বিতরণের জন্য পাইপলাইন সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে।

# পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

## কোম্পানির পরিচিতি

দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস ভিত্তিক শিল্প-কারখানা বিকাশের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের ২৯ নভেম্বরে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (পিজিসিএল), বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর একটি গ্যাস বিতরণ কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ২০০০ সালের ২৪ এপ্রিল বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। এ কোম্পানি ইতোমধ্যে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাজশাহী বিভাগের সিরাজগঞ্জ, বাঘাবাড়ী, বেড়া, সাঁথিয়া, শাহজাদপুর, পাবনা, ঈশ্বরদী, বগুড়া, রাজশাহীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় গ্যাস পৌঁছে দিয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ, শিল্প, ক্যাপটিভ, সিএনজি, বাণিজ্যিক ও গৃহস্থালী খাতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ করে এ কোম্পানি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অব্যাহত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এবং দেশের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নে প্রভূত ভূমিকা পালন করছে। সম্প্রতি রংপুর বিভাগের আওতাধীন রংপুর, নীলফামারী, পীরগঞ্জ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রস্তুত করে তা অনুমোদনের জন্য পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে। এ কোম্পানি শুরু হতে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং পেট্রোবাংলার দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় গ্যাস বিপণন ও রাজস্ব কার্যক্রম বৃদ্ধির পাশাপাশি সার্বিক বিষয়ে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন করেছে। চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ, অনুমোদিত গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং সর্বোপরি নতুন গ্যাস সংযোগ উন্মুক্ত করা হলে কোম্পানির আর্থিক কলেবর অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে, অধিক মুনাফা অর্জনে সক্ষম হবে এবং দেশের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবে।

## দায়িত্ব ও কার্যাবলি

৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে কোম্পানি কর্তৃক নিম্নরূপ কার্যাবলী সম্পাদন/গ্রাহকসেবা প্রদান করা হচ্ছে:

- গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত সেবা;
- জরুরী গ্যাস নিয়ন্ত্রণ সেবা;
- গ্যাস বিল সংক্রান্ত সেবা;
- গ্রাহকের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সেবা;
- ভিজিল্যান্স কার্যক্রম;
- মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ;
- পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সেবা;
- গ্যাস ব্যবহারে গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম;
- গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে এনার্জি ইফিসিয়েন্ট গ্যাস সরঞ্জামাদির ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ এবং
- সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড।

# সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

## কোম্পানির পরিচিতি

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএল) গত ২৩ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে Registrar of Joint Stock Companies and Firms-এ নিবন্ধিত হওয়ার মধ্য দিয়ে পেট্রোবাংলার অধীন একটি সরকারী মালিকানাধীন স্বতন্ত্র কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কোম্পানিটির অনুমোদিত মূলধন (Authorized Capital) নির্ধারণ করা হয় ৩০০ কোটি টাকা। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা হিসেবে ৭ (সাত) জন শেয়ারহোল্ডারের মোট শেয়ার ৭০০ (সাতশত) টাকা যা কোম্পানির বর্তমান পরিশোধিত মূলধন। কোম্পানির Memorandum and Articles of Association-G Subscriber হিসেবে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান, পরিচালকবৃন্দ এবং সচিবসহ ৭ (সাত) জন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত আছেন এবং প্রতিজনের নামে ১ টি করে শেয়ার বরাদ্দ

রয়েছে। Memorandum and Articles of Association -এর ১০৭ ধারা অনুযায়ী এসজিসিএল-এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) জন এবং অনধিক ০৯ (নয়) জন পরিচালক সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হয়ে থাকে।

### দায়িত্ব ও কার্যাবলি

দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে খুলনা তথা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে গ্যাস সরবরাহের উদ্দেশ্যে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানির অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। বর্তমানে খুলনা বিভাগ, বরিশাল বিভাগ ও বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা এ কোম্পানির অধিভুক্ত এলাকা। অধিভুক্ত এলাকায় বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ, গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং সংযোগ পরবর্তী সেবা প্রদানের দায়িত্ব এ কোম্পানির।

## রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

### কোম্পানির পরিচিতি

পরিবেশবান্ধব, বায়ুদূষণরোধ ও জ্বালানি আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুমাত্রিক ব্যবহার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ০১ জানুয়ারি ১৯৮৭ সালে এ প্রতিষ্ঠান 'কমপ্রেসড্ ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কোম্পানির কর্মপরিধি বৃদ্ধির ফলে ০৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ ইং সালে কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে 'রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড' (আরপিজিসিএল) নামকরণ করা হয়। এক নজরে আরপিজিসিএল এর পরিচিতি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

| | | |
|---|---|---|
| কোম্পানির নাম | ঃ | রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড |
| রেজিস্ট্রেশনের তারিখ | ঃ | ০১ জানুয়ারি ১৯৮৭ খ্রিঃ |
| রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানা | ঃ | আরপিজিসিএল ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড<br>প্লান্ট # ২৭, নিকুঞ্জ # ০২<br>খিলক্ষেত, ঢাকা - ১২২৯। |
| নিয়ন্ত্রণকারী করপোরেশন | ঃ | বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)। |
| প্রশাসনিক দপ্তর | ঃ | জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়)। |
| কোম্পানির ধরণ | ঃ | পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। |
| পরিশোধিতমূলধন | ঃ | টাকা ৭,৮৫৬.৬৯ লক্ষ (জুন ২০২০ পর্যন্ত)। |

### দায়িত্ব ও কার্যাবলি

- সিএনজি ব্যবহার সম্প্রসারণ কার্যক্রম, অনুমোদন ও তদারকি।
- এলপিজি, পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদন এবং বিপণন।
- আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং কার্যক্রম।
- মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তক্রমে এলএনজি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

## গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড

### কোম্পানির পরিচিতি

জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন ব্যবস্থা বিনির্মাণ, এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা এবং সুষ্ঠু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসের সুষম ব্যবহার ও সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জাতীয় গ্যাস গ্রিড সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে জিটিসিএল প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর হতে জ্বালানি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় গ্যাস গ্রিডের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্র থেকে বিপণন কোম্পানিসমূহের বিভিন্ন Off-transmission poinঃ-এ নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সঞ্চালনের দায়িত্ব কোম্পানি অত্যন্ত সুষ্ঠু, নিরবচ্ছিন্ন ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

### দায়িত্ব ও কার্যাবলি

জিটিসিএল পরিচালিত পাইপলাইন ও স্থাপনাসমূহের নির্ধারিত ডেলিভারী পয়েন্ট দ্বারা ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে তিতাস, বাখরাবাদ, কর্ণফুলী, জালালাবাদ, পশ্চিমাঞ্চল ও সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানিসমূহের অধিভূক্ত এলাকায় সর্বমোট ২৫৩৬.৩৫ কোটি ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয় যা পূর্ববর্তী বছর হতে ২.৩৩% বেশী। অপরদিকে উল্লেখিত সময়ে উত্তর-দক্ষিণ কনডেনসেট পাইপলাইনের মাধ্যমে শেভরনের জালালাবাদ ও বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র হতে ২৩৩৬.৮০ লক্ষ লিটার কনডেনসেট পরিবহন করা হয় যা পূর্ববর্তী বছর হতে ৬.৩৭% কম।

## বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

### কোম্পানির পরিচিতি

| ক্র.নং | বিষয়বস্তু | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ১ | কোম্পানির নাম | বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড |
| ২ | কোম্পানির উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি | কয়লা উত্তোলন ও দেশের উত্তরাঞ্চলে কয়লা ভিত্তিক ৫২৫ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা সরবরাহ নিশ্চিত করা |
| ৩ | তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা | বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) |
| ৪ | প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় | বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ |
| ৫ | পাবলিক লিঃ কোং হিসেবে নিবন্ধিত | ০৪ আগস্ট ১৯৯৮ |
| ৬ | কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন নম্বর | রাজ-সি-১৬৪/৯৮ |
| ৭ | কোম্পানির কার্যারম্ভের তারিখ (Date of Commencement) | ০৮ ডিসেম্বর ১৯৯৮ |
| ৮ | কোম্পানির প্রধান কার্যালয় | চৌহাটি, পার্বতীপুর, দিনাজপুর |
| ৯ | লিয়াজোঁ অফিস | পেট্রোসেন্টার, ১৫ তলা, ৩ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫ |
| ১০ | কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর ১ম সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ | ৩ অক্টোবর ১৯৯৮ |
| ১১ | কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর ১ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ | ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০০ |
| ১২ | কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর সদস্য সংখ্যা | ০৭ (সাত) জন |
| ১৩ | কোম্পানির মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ | ৩৫০,০০,০০,০০০.০০ কোটি টাকা |
| ১৪ | কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ | ৩১৫,৬৩,০৪,১০০.০০ টাকা (প্রতিটি ১০.০০ টাকা মূল্যমানের মোট শেয়ারের সংখ্যা ৩১,৫৬,৩০,৩৪০ টি) |
| ১৫ | বাস্তবায়নকারী ঠিকাদার | চায়না ন্যাশনাল মেশিনারী ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (সিএমসি) |
| ১৬ | প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের সমাপ্তি | জুন ২০০৫ |
| ১৭ | বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কয়লা উৎপাদন | সেপ্টেম্বর ২০০৫। |
| ১৮ | কোম্পানির Website Address | www.bcmcl.org.bd |

### দায়িত্ব ও কার্যাবলি

ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন ও দেশের উত্তরাঞ্চলে কয়লা ভিত্তিক ৫২৫ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা সরবরাহ নিশ্চিত করা।

## মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

### কোম্পানির পরিচিতি ও কার্যাবলী

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর অধীনস্থ একটি কোম্পানি।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার মধ্যপাড়া এলাকায় ভূগর্ভের ১৩৮ মিটার গভীরতায় কঠিন শিলা আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে কঠিন শিলা খনি হতে শিলা উৎপাদনের লক্ষ্যে উত্তর কোরিয়া ঠিকাদার মেসার্স কোরিয়া সাউথ সাউথ কো-অপারেশন কর্পোরেশন এবং পেট্রোবাংলার এর মধ্যে সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট-এর আওতায় ১৫৮.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের একটি টার্ণ-কী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মোতাবেক দৈনিক ৫৫০০ মেট্রিক টন হারে বছরে ১৬.৫ লক্ষ মেট্রিক টন শিলা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। চুক্তির ধারাবাহিকতায় কোম্পানি কর্তৃক ২৫-০৫-২০০৭ তারিখে Conditional Acceptance Certificate জারীর মাধ্যমে খনিটি Take-over করে কোম্পানির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কিছু সংখ্যক কোরিয়ান খনি বিশেষজ্ঞের সহায়তায় খনিটির কার্যক্রম দৈনিক এক শিফটে পরিচালনা করা হয়েছিল। বর্তমানে মেসার্স জার্মানীয়া-ট্রেস্ট কনর্সোটিয়াম-এর সাথে গত ০২-০৯-২০১৩ তারিখে ৬(ছয়) বছর মেয়াদী Management of Operation and Development, Production, Maintenance and Provisioning Services of Maddhapara Hardrock Mine শীর্ষক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং চুক্তি মোতাবেক খনিটি পরিচালিত হয়েছে। চুক্তির মেয়াদ গত ২০/০২/২০২০ তারিখে শেষ হয়ে যায়। ফলে জার্মানিয়া ট্রেস্ট করসোর্টিয়াম (জিটিসি)'র সাথে গত ২৯/০৭/২০২০ তারিখে Side Letter Agreement স্বাক্ষরিত হয় এবং সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে ১৩/০৮/২০২০ তারিখ থেকে ভূগর্ভস্থ খনির পাথর উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০২০ মাসের মাঝামাঝি নাগাদ খনির কার্যক্রম ২৪ ঘন্টা পরিচালিত হবে এবং লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক পাথর উৎপাদন শুরু হবে মর্মে আশা করা যায়।

### জনবল কাঠামো সংক্রান্ত তথ্য

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জনবল সংক্রান্ত তথ্যঃ

| ক্র: নং. | প্রতিষ্ঠানের নাম | অনুমোদিত পদ | কর্মরত সংখ্যা | | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | কর্মকর্তা | কর্মচারী | |
| | পেট্রোবাংলা | ৬৫২ | ১৬৭ | ২৩০ | ৩৯৭ |
| ২ | বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিঃ (বাপেক্স) | ১৮৬৬ | ৩৬১ | ৩২৮ | ৬৮৯ |
| ৩ | বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিঃ | ১৩৯০ | ৩৩৪ | ৮৬৬ | ৮০০ |
| ৪। | সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ | ৯৪০ | ২৬৫ | ২৯১ | ৫৫৬ |
| ৫ | তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ | ৩৭৩৬ | ৮৯৭ | ১২০৩ | ২১০০ |
| ৬ | জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ | ৯২০ | ২৫৮ | ১৯২ | ৪৫০ |
| ৭। | বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ | ১১০৬ | ২৪৪ | ২৬৭ | ৫১১ |
| ৮ | কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ | ১১৬১ | ২৮১ | ১৬৪ | ৪৪৫ |
| ৯ | পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিঃ | ৩৭৭ | ১৪৯ | ১৪ | ১৬৩ |

| ক্র: নং. | প্রতিষ্ঠানের নাম | অনুমোদিত পদ | কর্মরত সংখ্যা | | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | কর্মকর্তা | কর্মচারী | |
| ১০ | সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিঃ | ৫২২ | ৪৭ | ০০ | ৪৭ |
| ১১ | গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিঃ | ৯২১ | ৪৫৬ | ১২৬ | ৫৯৭ |
| ১২ | বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিঃ | ৪২৯ | ১০৯ | ৩১ | ১৪০ |
| ১৩ | মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিঃ | ৫১৫ | ৭৯ | ২২ | ১০১ |
| ১৪ | রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিঃ | ৪৪৭ | ১৪০ | ৫২ | ১৯২ |
| | সর্বমোট = | ১৪৯৮২ | ৩৭৮৭ | ৩৩৮৬ | ৭১৭৩ |

২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

**পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ**

**বাংলাদেশ তৈল গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)**

ক) গত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে গ্যাস, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, কয়লা ও কঠিন শিলা উৎপাদনের চিত্রঃ

গ্যাসঃ বিসিএফ, এবং কয়লা ও কঠিন শিলাঃ মেট্রিক টন।

| | |
|---|---|
| গ্যাস | ৮৮৬.৮১০ |
| কয়লা | ৮,১১,১৩৭.৬৩ |
| কঠিন শিলা | ৮,২৪,০০০.০০ |

## বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

**২০১৯-২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য**

**ভূতাত্ত্বিক বিভাগের কার্যক্রম**

২০১৯-২০২০ মাঠ মৌসুমে ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল রাঙামাটি জেলার সীতাপাহাড় ভূগঠনে সর্বমোট ৯৩ লাইন কি.মি. ভূতাত্ত্বিক জরিপ কাজ সম্পন্ন করেছে। এসময় ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল মোট ১৪টি ছড়া/সেকশনে কাজ করে ৬৪ টি শিলা নমুনাসহ ০১টি পানি নমুনা সংগ্রহ করেছে। ভূতাত্ত্বিক জরিপ দলের সংগ্রহকৃত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সীতাপাহাড় ভূগঠনের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরীর কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সীতাপাহাড় ভূগঠন হতে সংগ্রহকৃত শিলা ও পানি নমুনা পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণের নিমিত্তে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত আংশিক নমুনা বিশ্লেষণ প্রতিবেদন এবং সংগ্রহকৃত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে একটি ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদন প্রনয়ণের কাজ চলমান রয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং পেট্রোবাংলার নির্দেশনাক্রমে দেশের তিনটি (০৩) জেলার তিনটি (০৩) গ্যাস নির্গমন স্থান সরেজমিন পরিদর্শনকরত সংগ্রহকৃত তথ্য এবং নমুনাসমূহ পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ পূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

আলোচ্য অর্থবছরে ভূতাত্ত্বিক বিভাগের বেসিন স্টাডি উপবিভাগ বাপেক্সে বিদ্যমান দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্ত, নিকটবর্তী এলাকায় খননকৃত কূপসমূহের ভূতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণ শেষে শরিয়তপুর # ১ অনুসন্ধান কূপ, সুন্দলপুর # ৩ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপও বেগমগঞ্জ # ৪ (ওয়েস্ট) মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ -এর খনন স্থান চূড়ান্ত করে মাঠ পর্যায়ে চিহ্নিতকরত ওয়েল লোকেশন রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। খননতব্য শরিয়তপুর # ১ অনুসন্ধান কূপটির কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সুন্দলপুর # ৩ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ ও বেগমগঞ্জ # ৪ (ওয়েস্ট) মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ ২টির কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। বাপেক্সের মালিকানাধীন অনুসন্ধান বক এবং ফেল্ড এলাকায় বিদ্যমান সাইসমিক উপাত্তসমূহ মূল্যায়ণ করতেঃ বিভিন্ন লিড/প্রসপেক্ট এলাকায় ত্রিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভের সুপারিশ করা হয়েছে। সিলেট # ৯ ও কৈলাশটিলা # ৮নং মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপের খনন স্থান মাঠ পর্যায়ে চিহ্নিত করে ওয়েল লোকেশন রিপোর্ট প্রণয়ন করতে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

বাপেক্সের "Operating Procedure (OP) for Exploration to Production of Hydrocarbon" নামে একটি ম্যানুয়াল প্রণয়নকরত চূড়ান্ত করা হয়েছে। এছাড়াও "Hydrocarbon Exploration in Bangladesh: Progress & Challenges" শীর্ষক সেমিনার এবং "Dry, Abandoned & Suspended Wells under BAPEX and Re-visit for Further Exploration" শীর্ষক Workshop- আয়োজন করা হয়। Brief proposals to engage the observerÕs of SAARC in Productive, demand-driven and objective project based co-operation in priority areas-এর জ্বালানি সংশ্লিষ্ট Suggestions/Comments এর উপর "Program forTight Gas Reservoir and Shale Gas Exploration" শিরোনামে একটি প্রোগ্রাম সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করাহয়েছে।

বিগত ২০১৯-২০২০ সময়কালে ভূতাত্ত্বিক বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কূপ প্রস্তাবনা, বাপেক্স কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত টু-ডিওথ্রি-ডিসা ইসমিকডাটা এবং বিদ্যমান কূপের ভূতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপ, সুনেত্র অনুসন্ধান কূপ # ২ এর GeologicalTechnical Order (GTO) প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও বেগমগঞ্জ # ৪ এবং মাদারগঞ্জ অনুসন্ধান কূপ # ১ কূপের জবা রং বফ GTO প্রস্তুত করা হয়েছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড এর আওতাধীন সিলেট # ৯ মূল্যায়ন তথা উন্নয়ন কূপের লোকেশন স্থানান্তরের কারণে ইতোপূর্বে প্রস্তুতকৃত GTO রিভাইসড করা হয়েছে। সিলেট # ৯ মূল্যায়ন তথা উন্নয়ন কূপে মাডলগিং সার্ভিস প্রদান করার জন্য বাপেক্স-এর একটি মাডলগিং ইউনিট কূপ এলাকায় মোবিলাইজ করা হয়েছে।

আলোচ্য অর্থ বছরে অক্টোবর-২০১৯ হতে মার্চ-২০২০ সময়কালে রূপকল্প-১ খনন প্রকল্পের আওতায় শ্রীকাইল ইস্ট # ১ কূপ খনন করা হয়েছে। কূপটি ৩৪৮২ মিটার গভীরতায় খনন কাজ সমাপ্ত হয়। কূপ খননকালে ভূতাত্ত্বিক মনিটরিং এবং বাপেক্স এর নিজস্ব ইউনিট দ্বারা সার্বক্ষণিকভাবে মাডলগিং সার্ভিস প্রদান ও ডাটা সংগ্রহের কাজ করা হয়েছে। খনন চলাকালীন সময়ে মাডলগিং ইউনিটে প্রাপ্ত গ্যাস-শোডাটা, খননডাটা ও ওয়্যারলাইন লগ ডাটার ভিত্তিতে ৩০৬৫.৫-৩০৭১.৫ মিটার এবং ৩০৫৬.৫-৩০৬২.৫ মিটার গভীরতায় পারফোরেশন করে কূপ পরীক্ষণ করা হয় এবং বাণিজ্যিক ভাবে লাভজনক গ্যাসের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়। প্রয়োজনীয় পাইপলাইন স্থাপন শেষে এ কূপ হতে দৈনিক প্রায় ১০ মিলিয়ন ঘন ফুট গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

খননকৃত শ্রীকাইল ইস্ট # ১ অনুসন্ধান কূপ এবং খননতব্য জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপে তৃতীয় পক্ষীয় ওয়্যারলাইন লগিং সেবা গ্রহণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। পরবর্তী কালে শ্রীকাইল ইস্ট #১ অনুসন্ধান কূপ খননকালে ওপেন হোল সেকশনে (গামা রে, রেজিসটিভিটি, নিউট্রন, ডেনসিটি, ফুল ওয়েভ সনিক, স্পেকট্রাল গামা রে, ইমেজ লগ, এমডিটি) এবং কেসড হোল সেকশনে (গামা রে, সিবিএল, ভিডিএল, সিসিএল, আল্ট্রাসনিক) ওয়্যারলাইন লগিং কার্যক্রম সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সংগৃহিত লগ উপাত্ত সমূহে সম্ভাবনাময় গ্যাস জোন এর উপস্থিতি নির্ণয় এর জন্য ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে এবং বিশ্বব্যাপী পেট্রোলিয়াম সেক্টরে ব্যবহৃত টেকলগ সফটওয়্যার ব্যবহার করে গুণগত ও পরিমাণগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সফল ডিএসটি এর মাধ্যমে উৎপাদন যোগ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

শ্রীকাইল # ৪, ফেঞ্চুগঞ্জ # ৩ এবং ফেঞ্চুগঞ্জ # ৪ কূপ সমূহের ওয়ার্কওভার কার্যক্রমে করণীয় সম্পর্কিত ০২ (দুই) টি কারিগরী প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। একই সাথে উল্লিখিত কূপসমূহে ওয়ার্কওভার কার্যক্রমে ওয়্যারলাইন লগিং সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয় যার বিপরীতে দাখিলকৃত বিডসমূহের মূল্যায়ন চলমান রয়েছে। চলমান শাহবাজপুর # ৩ কূপে ওয়ার্কওভার কাজে ওয়্যারলাইন লগিং সেবা গ্রহণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। এছাড়াও বাপেক্সের বিভিন্ন কূপে ওয়্যারলাইন লগিং ও পারফোরেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করে গ্যাস প্রাপ্তি নিশ্চিতের লক্ষ্যে রেডিও একটিভ সোর্স সম্পর্কিত সকল লাইসেন্স এবং এক্সপোসিভ আমদানি, পরিবহন ও সংরক্ষণের সকল লাইসেন্স সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

বাপেক্স তথা ভূতাত্ত্বিক বিভাগের পক্ষে ফরমেশন ইভ্যালুয়েশন উপ-বিভাগ কর্তৃক বাপেক্সসহ বিজিএফসিএল এবং এসজিএফএল এর বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্রের সমস্যা দূরীকরণে পরামর্শক সেবা প্রদান এবং মজুদ মূল্যায়ন এবং নতুন গ্যাস স্তর প্রাপ্তি সাপেক্ষে মজুদ পুনঃমূল্যায়নের কাজ করা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে শ্রীকাইল ইস্ট # ১ এর প্রাথমিক মজুদ মূল্যায়ন, সুন্দলপুর গ্যাস ক্ষেত্রের মজুদ পুনঃ মূল্যায়ন, শাহবাজপুর ইস্ট # ১ সহ শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের মজুদ পুনঃ মূল্যায়ন এবং আবিষ্কৃত ভোলা নর্থ গ্যাস ক্ষেত্রের মজুদ মূল্যায়নসহ বাপেক্স এর বিভিন্ন কূপে প্রাপ্ত নতুন গ্যাস স্তর এর মজুদ নির্ণয় উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ইতোপূর্বে খননকৃত সালদা নর্থ # ১, কসবা #১ এবং শ্রীকাইল ইস্ট # ১ অনুসন্ধান কূপে তৃতীয় পক্ষীয় ওয়্যারলাইন লগিং সেবা গ্রহণের বিপরীতে বিল পরিশোধের লক্ষ্যে ইনভয়েসসমূহ পরীক্ষণের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

বাপেক্স অপারেশন প্রসিডিউর ম্যানুয়াল উন্মোচন অনুষ্ঠান

ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক তিতাস কূপ এলাকা পরিদর্শন

## ভূ-পদার্থিক বিভাগের কার্যক্রম

তেল/গ্যাস অনুসন্ধান বিবেচনায় বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম স্বল্প অনুসন্ধানকৃত দেশের একটি। বাংলাদেশে তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম মূলত দেশের পূর্বাঞ্চল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সীমাবদ্ধ। ইতোপূর্বে সম্পাদিত বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-পদার্থিক জরীপ এবং সম্প্রতি পরিচালিত জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ করে ধারণা করা যায় যে, দেশের মধ্যাঞ্চল তেল/গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য একটি আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হতে পারে যা ভূতাত্ত্বিকভাবে বেঙ্গল ফোরডিপ ও হিঞ্জজোন নামে পরিচিত। "৩ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অফ বাপেক্স" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাইসমিক জরিপ সম্পাদনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের স্বল্প অনুসন্ধানকৃত জরিপ অঞ্চলের পাশাপাশি তেল/গ্যাস মজুদের জন্য প্রমাণিত অঞ্চল সমূহে অবশিষ্ট ভূতাত্ত্বিক কাঠামো সমূহে সাইসমিক জরিপ পরিচালনা করে সম্ভাব্য কূপ খননের স্থান সমূহ নির্ধারণ করা। প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০২০ মাঠ মৌসুমে সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র (পার্বত্য অঞ্চল) ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ২০০ বর্গ কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে।

## ভূ-পদার্থিক বিভাগের কার্যক্রম

তেল/গ্যাস অনুসন্ধান বিবেচনায় বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম স্বল্প অনুসন্ধানকৃত দেশের একটি। বাংলাদেশে তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম মূলত দেশের পূর্বাঞ্চল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সীমাবদ্ধ। ইতোপূর্বে সম্পাদিত বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-পদার্থিক জরিপ এবং সম্প্রতি পরিচালিত জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ করে ধারণা করা যায় যে, দেশের মধ্যাঞ্চল তেল/গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য একটি আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হতে পারে যা ভূ-তাত্ত্বিকভাবে বেঙ্গল ফোরডিপ ও হিঞ্জজোন নামে পরিচিত। "৩ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অফ বাপেক্স" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাইসমিক জরিপ সম্পাদনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের স্বল্প অনুসন্ধানকৃত জরিপ অঞ্চলের পাশাপাশি তেল/গ্যাস মজুদের জন্য প্রমাণিত অঞ্চল সমূহে অবশিষ্ট ভূতাত্ত্বিক কাঠামো সমূহে সাইসমিক জরিপ পরিচালনা করে সম্ভাব্য কূপ খননের স্থান সমূহ নির্ধারণ করা। প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০২০ মাঠ মৌসুমে সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র (পার্বত্য অঞ্চল) ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ২০০ বর্গ কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে।

শ্রীকাইলইস্ট-১ কূপ এলাকা পরিদর্শন

## পরীক্ষাগার বিভাগের কার্যক্রম

পরীক্ষাগার বিভাগ বাপেক্সের তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন ও উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে গ্যাস, কনডেনসেট, তেল, পানি, রক, কোর, আউটক্রপ, সীপ গ্যাস, সিমেন্ট ইত্যাদি নমুনার ভূ-তাত্ত্বিক, ভূ-রাসায়নিক ও পেট্রোফিজিক্যাল বিশ্লেষণ করে থাকে।

বিগত অর্থবছর (জুলাই, ২০১৯-জুন, ২০২০) সময়ে পরীক্ষাগার বিভাগ থেকে বাপেক্সের সাতটি গ্যাসক্ষেত্র (সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, শ্রীকাইল, সেমুতাং, বেগমগঞ্জ ও শাহজাদপুর-সুন্দলপুর) থেকে সংগৃহীত রুটিন গ্যাস-কনডেনসেট-পানি নমুনা, শ্রীকাইল ইস্ট #১ কূপের বিভিন্ন গভীরতায় এমডিটি চেম্বারে সংগৃহীত ফ্লুইড (গ্যাস ও পানি) এবং একই কূপের ডিএসটি ও প্রোডাকশন টেস্টিং এর সময়ে সংগৃহীত গ্যাস-কনডেনসেট-পানি নমুনার ভৌত ও রাসায়নিক বিশ্লেষন শেষে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। ভূতাত্ত্বিক বিভাগ কর্তৃক সংগৃহীত বিভিন্ন স্থানের সীপ গ্যাস নমুনা এবং ভূতাত্ত্বিকজরিপ দল কর্তৃক ২০১৯-২০ মাঠ মৌসুমে সীতাপাহাড় ভূ-গঠন থেকে সংগৃহীত পানি নমুনা বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে।

ভোলা নর্থ #১ কূপ থেকে সংগৃহীত পচিশটি (২৫) Cutting bgybvi Micropaleontological Analysis এর লক্ষ্যে নমুনা প্রস্তুত ও পৃথকীকরণ শেষে জীবাশ্ম সনাক্তকরণের কাজ হয়েছে। ভূতাত্ত্বিকজরিপ দল কর্তৃক প্রেরিত ২০১৮-২০১৯ মাঠ মৌসুমে পাথারিয়া ভূ-গঠন থেকে সংগৃহীত ১২ টি Sand bgybvi Grain Size Analysis, Bulk Mineral analysis ও ২০ টি shale bgybvi Micropaleontological Analysis এর কাজ শেষে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। শ্রীকাইল ইষ্ট-১ অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্পে টেস্ট ডিপ টিউবওয়েল হতে সংগৃহীত শিলা নমুনার Grain size Ges Bulk mineralogy বিশ্লেষণ কাজ শেষে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। সেমুতাং সাউথ # ১ এ কোরিংকৃত একটি (০১)

টি কোর নমুনা হতে সংগৃহীত নয়টি (০৯) টি , দ্বিতীয় কোর নমুনা হতে সংগৃহীত নয়টি (০৯) টি নমুনা সংগ্রহ শেষে Micropaleontological Analysis এর লক্ষ্যে নমুনা সংগ্রহ শেষে Micropaleontological Analysis এর লক্ষ্যে নমুনা প্রস্তুতির কাজ শেষে জীবাশ্ম পৃথিকীকরণের কাজ শেষ হয়েছে এবং Grain Size Analysis I XRD data acquisition এর কাজ শেষ হয়েছে। ভূতাত্ত্বিকজরিপ দল কর্তৃক প্রেরিত ২০১৯-২০২০ মাঠ মৌসুমে সীতাপাহাড় ভূগঠনের বিভিন্ন ছড়া ও সেকশন হতে সংগৃহিত মোট ০৫ টি দফায় প্রেরিত সর্বমোট ৬০ টি নমুনার Micropaleontological Analysis এর লক্ষ্যে নমুনা প্রস্তুতির কাজ শেষে জীবাশ্ম পৃথিকীকরণের কাজ চলছে এবং Grain Size Analysis I XRD data Analysis এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভূতাত্ত্বিকবিভাগ কতৃক প্রেরিত শ্রীকাইল ইস্ট # ১ অনুসন্ধান কূপ থেকে সংগৃহীত (গভীরতা ৩০০০-৩১১৫ মিটার) তেইশ (২৩) টি Cuttingbgybvi Sedimentological Analysis এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ক্রয়াদেশ নং স্থানীয় ক্রয় ২০/২০১৯ এর মাধ্যমে সরবরাহকৃত একটি ১০ KVA Online UPS এর কমিশনিং কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

সেমুতাং সাউথ # ১ অনুসন্ধান কূপের ০২ (দুই) টি কোর নমুনা থেকে প্রস্তুতকৃত ৩২ টি কোর পাগ নমুনা প্রস্তুতপূর্বক পেট্রোফিজিক্যাল বিশ্লেষনের কাজ চলমান রয়েছে। পেট্রোফিজিক্যাল বিশ্লেষনের জন্য ০৩ (তিন) টি যন্ত্র যথাঃ Trimming Mechine, Automatic Saturator ও Dean Stark ক্রয় প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

নমুনা বিশ্লেষণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভাগের জন্য কিছু Laboratory Chemicals, Glassware, Consumables ক্রয় করা হয়েছে এবং বাপেক্স ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারে পরীক্ষাগার বিভাগের মালামালসমূহের অন্তর্ভূক্তির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

এছাড়াও গত অর্থবছরে মিলিটারী ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি) এর পেট্রোলিয়াম এন্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং (পিএমই) বিভাগে মাস্টার্সের ছাত্র-ছাত্রীরা ল্যাব পরিদর্শনসহ বিভাগের বিশ্লেষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন।

উল্লেখ্য, পরীক্ষাগার বিভাগে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়েলে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী স্থাপিত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং নমুনা বিশ্লেষণ শেষে অবশিষ্ট নমুনা, বিশ্লেষণান্তে প্রাপ্ত অবশেষ ইত্যাদি যথাযথ নিয়মে অপসারণ করা হয়ে থাকে।

পরীক্ষাগার বিভাগের বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড নিম্নরূপঃ

- বাপেক্স পরীক্ষাগারের বিশ্লেষণী সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পঃ
- Palinolozical Section এর জন্য একটি Biological Microscope এবং একটি Acid Fume Hood ক্রয় প্রক্রিয়াধীন।
- X-RD যন্ত্রের Copper tube এবং X-RD যন্ত্র সংযুক্ত UPS এর ব্যাটারী ক্রয় প্রক্রিয়াধীন।
- Elemental Analyzer Installation & Commissioning এর কার্যক্রম চলমান।
- পেট্রোফিজিক্যাল বিশ্লেষনের জন্য ০৩ (তিন) টি যন্ত্র যথাঃ Trimming Mechine, Automatic Saturator I Dean Stark ক্রয় প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- পরীক্ষাগার বিভাগের অন্তর্গত কোর স্টোরে সংরক্ষিত কোর-কাটিংস নমুনার তথ্য-উপাত্ত সংবলিত ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ।
- কোর নমুনার পেট্রোফিজিক্যাল বিশ্লেষন সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্তের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ।
- কোর নমুনার পেট্রোফিজিক্যাল ও জিওলজিক্যাল বিশ্লেষন হতে প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত সংকলিত করে সংশ্লিষ্ট কূপের জন্য Core Log প্রনয়ণ।
- ভূতাত্ত্বিকজরিপ দল কর্তৃক ২০১৯-২০ মাঠ মৌসুমে সীতাপাহাড় ভূ-গঠন থেকে সংগৃহীত আউটক্রপ নমুনা বিশ্লেষণ কার্যক্রম চলমান।
- বাপেক্স চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিসে অবস্থিত কোর স্টোরটি আধুনিকায়নের কার্যক্রম চলমান।

পরীক্ষাগার বিভাগের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

- অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে ল্যাবরেটরি সার্ভিস প্রদানসহ বাপেক্সের নমুনা বিশ্লেষণ কার্যক্রমে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন যন্ত্রপাতি ও মালামাল ক্রয়।

- দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে যোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বাপেক্সের অনুসন্ধান কার্যক্রমে সহায়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক গবেষণ কার্যক্রমের কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে ল্যাবরেটরি সার্ভিস প্রদানের জন্য বিভাগের বিশ্লেষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গবেষণা কার্যক্রমসহ শিক্ষা বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ।
- পরীক্ষাগার বিভাগের সমস্ত বিশ্লেষণ তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য একটি Software ক্রয়/ প্রণয়ন

## খনন ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম

### খনন কার্যক্রম

#### শ্রীকাইল ইস্ট-১ অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প

রূপকল্প-১ খনন প্রকল্পের আওতায় শ্রীকাইল ইস্ট-১ অনুসন্ধান কূপটি বাপেক্স এর নিজস্ব রিগ বিজয়- ১০ ও সংশ্লিষ্ট জনবল দ্বারা গত ২৮-০৯-২০১৯ তারিখে খনন কাজ শুরু করে ১৮-০৩-২০২০ তারিখে ৩৪৮৫ মিটার পযন্ত খনন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। কূপটিতে প্রায় ১২ এমএমএসসিএফডি গ্যাস পরীক্ষামূলকভাবে উত্তোলন করা হয়। গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট এ সরবরাহের জন্য গ্যাস গ্যাদারিং পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্নের পরে এ কূপ হতে প্রায় ১২-১৫ এমএমএসসিএফডি গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

#### সিলেট-৯ অনুসন্ধান কূপ

বাপেক্স ও এসজিএফএল এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় ডিসেম্বর, ২০১৯ রিগ স্থানান্তরপূর্বক রিগ আপ, কমিশনিং ও টেস্টিং কার্যক্রম মার্চ, ২০২০ মধ্যে সম্পন্ন করাসহ জনবল প্রস্তুত রাখা হয়। কিন্তু করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারীর কারণে এসজিএফএল এর বৈদেশিক পরামর্শক ও তৃতীয় পক্ষীয় সেবা বাংলাদেশে আগমন না করায় উক্ত কূপে খনন কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। বাপেক্স এর রিগ ও জনবল প্রকল্পে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে। কর্তৃপক্ষীয় নির্দেশনা পাওয়া মাত্রই উক্ত কূপে খনন কাজ শুরু করা হবে।

শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের প্রসেস প্ল্যান্ট

### ওয়ার্কওভার কার্যক্রম

#### নরসিংদী-১ ওয়ার্কওভার কূপ

বাপেক্স ও বিজিএফসিএল এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় নরসিংদী-১ কূপের ওয়ার্কওভার কাজ গত ২৭-০৬-২০১৯ শুরু

করে ৩০-০৭-২০১৯ তারিখে শেষ করা হয়। উক্ত ওয়ার্কওভার কাজ সম্পাদনের ফলে উক্ত কূপ হতে প্রায় ২০ এমএমএসসিএফডি গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

### তিতাস-১৩ ওয়ার্কওভার কূপ

বাপেক্স ও বিজিএফসিএল এর মধ্যে চুক্তির আওতায় তিতাস-১৩ কূপের ওয়ার্কওভার ৫-৯-২০১৯ তারিখ হতে well kill করে operation শুরু করা হয়। কিন্তু কূপে উদ্ভুত কারিগরি পরিস্থিতির কারনে বিজিএফসিএল এর বৈদেশিক পরামর্শকের program/নির্দেশনার আলোকে বিষয় protection সহ কূপ বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কূপের অপারেশন স্থগিত করে তিতাস-১৩ কূপে নিয়োজিত XJ650T রিগ ০৮-১১-২০১৯ তারিখে রিলিজ করা হয় এবং তিতাস-৭ কূপ ওয়ার্কওভার শেষে উক্ত কূপে নিয়োজিত বিজয়-১১ রিগটি তিতাস-১৩ কূপে স্থাপন করে পুন:রায় ওয়ার্কওভার শুরু করা হবে।

### তিতাস-৯ ওয়ার্কওভার কূপ

বাপেক্স ও বিজিএফসিএল এর মধ্যে চুক্তির আওতায় তিতাস-৯ কূপের ওয়ার্কওভার কাজ ১০-১২-২০১৯ তারিখ শুরু করে ০২-০২-২০২০ তারিখে সম্পাদন করা হয়। উক্ত কূপ হতে প্রায় ২০-২৫ mmscfd গ্যাস জাতীয় 'গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

### তিতাস-৭ ওয়ার্কওভার কূপ

বাপেক্স ও বিজিএফসিএল এর মধ্যে চুক্তির আওতায় তিতাস-৭ কূপের ওয়ার্কওভার বাপেক্স এর জনবল ও রিগ দ্বারা ৫-৩-২০২০ তারিখ শুরু করা হয়। অত:পর বিষয় well kill করে operation শুরু করা হয়। কূপে বিদ্যমান Tubing অনেক পুরাতন ও অসংখ্য ছিদ্র থাকায় Tubing উত্তোলনের চেষ্টা করা হলে ছিড়ে আসে। এ অবস্থায় Tool mn wireline Fish অবস্থায় আছে। বিজিএফসিএল এর পত্র সূত্র নং ২৮.১০.১২১৩.৯০২.০২.০০১.২০ তারিখ: ২৫-০৩-২০২০ মোতাবেক গত ২৫-০৩-২০২০ হতে কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস জনিত কারণে বিজিএফসিএল এর বৈদেশিক পরামর্শক প্রকল্পে না থাকায় অপারেশন বন্ধ রয়েছে। মহামারীর কারণে বৈদেশিক পরামর্শকের উপস্থিতি ও কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্ত পাওয়া মাত্রই ওয়ার্কওভার কাজ পুন:রায় শুরু করা হবে।

### শাহবাজপুর-৩ ওয়ার্কওভার কূপ

বাপেক্স এর নিজস্ব রিগ ও জনবল দ্বারা শাহবাজপুর-৩ কূপের ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সম্পন্নের লক্ষ্যে বাপেক্স এর IPS Card বিষয় Rig ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি শাহবাজপুর-৩ কূপে ভোলা স্থানান্তর কাজ শুরু করা হলেও কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) কারণে উক্ত কূপে ওয়ার্কওভার কাজ জুন, ২০২০ এর মধ্যে শুরু করা সম্ভব হয়নি।

### উৎপাদন বিভাগের কার্যক্রম

| মন্ত্রণালয়ের নাম | পণ্যের নাম | প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (২০১৯-২০) | প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে প্রকৃত উৎপাদন (২০১৯-২০) | লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনের শতকরা হার (%) | দেশজ উৎপাদনে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার কত শতাংশ মেটানো যাচ্ছে | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরে (২০১৮-১৯) উৎপাদন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় | গ্যাস (এম. এম.সি.এম) | ১০৪৭.৭২ | ১০৩১.৭৩ | ১০৬.৯৭ | ৩.১% | ও ১১৯৭.৮০ |
| | কনডেনসেট (হাজার লিটার) | ৪৫০০.০০ | ৫৫০৮.০০ | ১২১.৪৮ | ১.৪২% | ৬৩৮৪.৮৭ |

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিঃ

### ২০১৯-২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

বিজিএফসিএল এর পরিচালনাধীন ৬টি গ্যাস ফিল্ডের মধ্যে কামতা ব্যতীত ৫টি ফিল্ড উৎপাদনে রয়েছে। উৎপাদিত গ্যাস প্রক্রিয়াজাত করার জন্য গাইকল ডিহাইড্রেশন, সিলিকাজেল, এলটিএস ও এলটিএক্স টাইপসহ মোট ২৯টি গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট রয়েছে। কোম্পানির ফিল্ডসমূহের তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

### ক) ফিল্ডসমূহের সার্বিক তথ্য

| ক্র: নং | ফিল্ড | প্রসেস প্ল্যান্ট | ফ্রাবশনে-শন প্ল্যান্ট | গ্যাস সরবরাহ | পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | তিতাস | তিতাস গাইকল ডিহাইড্রেশন -১০টি | ২ টি | টিজিটিডিসিএল জিটিসিএল | পিওসিএল | - |
| ০২ | বাখরাবাদ | সিলিকাজেল-৪টি | ১ টি | জিটিসিএল | - | এ ফিল্ডের কনডেনসেট তিতাস ফিল্ডে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। |
| ০৩ | হবিগঞ্জ | গাইকল ডিহাইড্রেশন-৬টি | - | টিজিটিডিসিএল জেজিটিডিএসএল জিটিসিএল | - | এ ফিল্ডের কনডেনসেট তিতাস ফিল্ডে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। |
| ০৪ | নরসিংদী | গাইকল ডিহাইড্রেশন - ১টি | - | টিজিটিডিসিএল | - | এ ফিল্ডের কনডেনসেট তিতাস ফিল্ডে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। |
| ০৫ | মেঘনা | এলটিএক্স-২টি | - | জিটিসিএল | - | এ ফিল্ডের কনডেনসেট বাখরাবাদ ফিল্ডে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। |
| ০৬ | কামতা | - | - | - | - | ১৯৯১ সালের আগস্ট হতে এ ফিল্ডের গ্যাস উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। |

## খ) ফিল্ডসসমূহের উৎপাদন সংশ্লিষ্ট সার্বিক তথ্য

| ফিল্ড | কূপ সংখ্যা | উৎপাদনশীল কূপ সংখ্যা | গ্যাস উৎপাদন (মিলিয়ন ঘনফুট) | | কনডেনসেট উৎপাদন | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | দৈনিক গড় | মোট | (লিটার) | (ব্যারেল) | |
| তিতাস | ২৭ | ২৬ | ৪২১ | ১৫৩,৪৯৮.৬৭০ | ২০৭,১৮,৮১৩ | ১৩০,৩২৮ | উৎপাদিত কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্টের মাধ্যমে পেট্রোল ও ডিজেল এ রূপান্তর করে বিপিসি'র আওতাধীন বিপণন কোম্পানিসমূহে বিক্রি করা হয়। |
| হবিগঞ্জ | ১১ | ০৮ | ১৮৬ | ৬৭,৮৮৪.৫৮০ | ১০,০৩,৪৫০ | ৬,৩১২ | |
| বাখরাবাদ | ১০ | ০৭ | ৪১ | ১৫,০১৮.১১৩ | ২৩,৭২,০৯৬ | ১৪,৯২১ | |
| নরসিংদী | ০২ | ০২ | ২৫ | ৯,০৯৪.৫৫১ | ২২,০৯,১৪৪ | ১৩,৮৯৬ | |
| মেঘনা | ০১ | ০১ | ৯ | ৩,১০৩.০৩৭ | ১০,৮৪,৯৬১ | ৬,৮২৫ | |
| কামতা | ০১ | অতিরিক্ত পানি উৎপাদনের কারণে ১৯৯১ সালের আগস্ট হতে কামতা ফিল্ডের গ্যাস উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। | | | | | |
| **মোট:** | **৫২** | **৪৪** | **৬৮১** | **২৪৮,৫৯৮.৯৫১** | **২৭৩,৮৮,৪৬৪** | **১৭২,২৮৩** | |

## গ) গ্যাসের মজুদ

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের হাইড্রোকার্বন ইউনিটের নিয়োজিত Gustavson Associates, USA কর্তৃক ২০১০ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী কোম্পানির আওতাধীন ৬টি গ্যাস ফিল্ডের উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মোট মজুদের পরিমাণ ১২,২৫২,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট যার মধ্যে ২০২০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ৮৫,৬৬,৩০০.২৪৬ মিলিয়ন ঘনফুট। নিম্নের সারণীতে কোম্পানির ৬টি ফিল্ডের গ্যাস উত্তোলন ও মজুদ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

| ফিল্ড | মোট মজুদ (মিলিয়ন ঘনফুট) | ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত উত্তোলন (মিলিয়ন ঘনফুট) | অবশিষ্ট মজুদ (মিলিয়ন ঘনফুট) | অবশিষ্ট মজুদ (%) |
|---|---|---|---|---|
| তিতাস | ৭,৫৮২,০০০ | ৪৮,৯৮,০৮৬.১৭৫ | ২,৬৮৩,৯১৩.৮২৫ | ৩৫.৪০ |
| হবিগঞ্জ | ২,৭৮৭,০০০ | ২,৫২৪,৪৮৫.১৯৫ | ২৬২,৫১৪.৮০৫ | ৯.৪২ |
| বাখরাবাদ | ১,৩৮৭,০০০ | ৮৩৪,৬৩৯.৯৫৬ | ৫৫২,৩৬০.০৪৪ | ৩৯.৮২ |
| নরসিংদী | ৩৪৫,০০০ | ২১৪,০৮০.৪৯০ | ১৩০,৯১৯.৫১০ | ৩৭.৯৫ |
| মেঘনা | ১০১,০০০ | ৭৩,৯০৭.০৩০ | ২৭,০৯২.৯৭০ | ২৬.৮২ |
| কামতা* | ৫০,০০০ | ২১,১০১.০০০ | ২৮,৮৯৯.০০০ | ৫৭.৮০ |
| **মোট** | **১২,২৫২,০০০** | **৮,৫৬৬,৩০০.২৪৬** | **৩,৬৮৫,৬৯৯.৭৫৪** | |

* অতিরিক্ত পানি উৎপাদনের কারণে ১৯৯১ সালের আগস্ট হতে কামতা ফিল্ডের গ্যাস উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।

## ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কোম্পানির অর্জন/সাফল্য

- ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বিজিএফসিএল এর অধীনে বাস্তবায়নাধীন ১টি প্রকল্পের আওতায় নরসিংদী ১ নং কূপ ও তিতাস ৯ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ কূপদ্বয় হতে যথাক্রমে দৈনিক প্রায় ১৭ মিলিয়ন ও ১৬ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।
- জাইকার অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ১টি প্রকল্পের আওতায় কম্প্রেসর স্থাপনের লক্ষ্যে নিয়োগকৃত ঠিকাদার তিতাস লোকেশন-সি ও নরসিংদী গ্যাস ফিল্ডে কম্প্রেসর স্থাপনের বাস্তব কাজ শুরু করেছে এবং এডিবি'র অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ১টি প্রকল্পের আওতায় তিতাস লোকেশন- এ তে কম্প্রেসর স্থাপনের লক্ষ্যে ঠিকাদার নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে।
- ২০১৯-২০২০অর্থবছরের জন্য সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির নির্ধারিত লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে ৯৩.৫০% সাফল্যঅর্জিত হয়েছে;

- আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানি ভ্যাট বাবদ ৫৮৯.৯৪ কোটি, লভ্যাংশ বাবদ ৫৮.৭৩ কোটি এবং আয়কর বাবদ ২৯.৬৬ কোটিসহ সর্বমোট ৬৮৭.৩৩ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে;
- অগ্নি প্রতিরোধ এবং অগ্নি ঝুঁকিশূন্য পর্যায়ে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে সকল ফিল্ডে ফায়ার ড্রিল আয়োজন, তিতাস, হবিগঞ্জ ও বাখরাবাদ ফিল্ডের বিদ্যমান ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম এর কার্যকারিতা নিয়মিত পরীক্ষণসহ বিদ্যমান নাইট্রোজেন সিলিন্ডার সম্বলিত নাইট্রোজেন ব্যাংক, স্থায়ী ও পোর্টেবল ফোম ট্যাংক এবং পোর্টেবল ও ট্রলি টাইপ ফায়ার এক্সটিংগুইশার সমূহ নিয়মিতভাবে পরীক্ষণ করা হচ্ছে। সম্প্রতি মেঘনা ফিল্ডের জন্য ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে এবং;
- কোম্পানির সকল স্থাপনায় নিজস্ব জেনারেটর ও জনবলের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া হালকা ও ভারি যানবাহনের ত্রুটি নিরূপণ ও ইলেকট্রিক্যাল রক্ষণাবেক্ষণ কাজসমূহ নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

## সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লি:

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

### উৎপাদন পরিসংখ্যান

#### প্রাকৃতিক গ্যাস

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ২০২০ সালের জুন মাস পর্যন্ত কোম্পানির আওতাধীন হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর এবং বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে সর্বমোট ১১৯৩.২৭৫ এমএমএসসিএম গ্যাস উৎপাদিত হয়।

### পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি

#### কনডেনসেট/এনজিএল

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ২০২০ সালের জুন মাস পর্যন্ত হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর এবং বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে মোট ৩৯৩২১.১৪৬ কিলোলিটার কনডেনসেট উৎপাদিত হয়। এছাড়া আলোচ্য অর্থবছরে কৈলাশটিলা এমএসটিই প্ল্যান্টে উৎপাদিত মোট ২২১১০.০০ কিলোলিটার এনজিএল রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানির এলপিজি প্ল্যান্টে সরবরাহ করা হয়।

#### পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ২০২০ সালের জুন মাস পর্যন্ত কোম্পানি কনডেনসেট ফ্রাকশনেট করে ১৮১২৫৮.৪৫৭ কিলোলিটার পেট্রোল, ১৮৯৮৬.৩৪১ কিলোলিটার ডিজেল ও ২৩২৬৮.৩৩২ কিলোলিটার কেরোসিন উৎপাদন করে।

#### সাফল্য

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড একটি মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতি বছর রাষ্ট্রীয় কোষাগারে বিভিন্ন খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে অবদান রেখে আসছে। জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ মূসক প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০১১-২০১২,২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ , ২০১৪-১৫ , ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড স্বীকৃতি লাভ করে।

## বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

**গ্যাস ক্রয়-বিক্রয় ও সিস্টেম (লস)/গেইন** : ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে গ্যাস ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩৫২৫.০০ এমএমসিএম এর বিপরীতে কোম্পানি ৩২৯৬.৪৭ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করে এবং গ্যাস বিক্রির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৩৫২৫.০০ এমএমসিএম এর বিপরীতে ৩৩৩৯.৬৪ এমএমসিএম গ্যাস বিক্রি করে। ফলে আলোচ্য অর্থ বছরে সিস্টেম গেইন এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩.১৭ এমএমসিএম অর্থাৎ ১.৩১%।

**কোম্পানির মার্জিন ও নীট মুনাফা** : আলোচ্য অর্থ বছরে কোম্পানির অন্যান্য পরিচালন আয়সহ মোট রাজস্ব আয় হয়েছে ২৫৮৭.৪১ কোটি টাকা। উক্ত রাজস্ব আয় হতে গ্যাস ক্রয় খাতে ভ্যাটসহ ২০৪২.৭০

**সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুণঃসংযোগ কার্যক্রম** : কোটি টাকা, জিটিসিএল এবং টিজিটিডিসিএল এর হুইলিং চার্জ খাতে ১৩৩.৮৯ কোটি টাকা, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল খাতে ৯৪.৭৬ কোটি টাকা, এনার্জি সিকিউরিটি ফান্ড মার্জিন বাবদ ১০৪.৭৬ কোটি টাকা, আরপিজিসিএল আপারেশনাল চার্জ খাতে ৪.৩১ কোটি টাকা ও পেট্রোবাংলা মার্জিন খাতে ১৮.২৩ কোটি টাকা সর্বমোট ২৩৯৮.৬৫ কোটি টাকা বাদ দেয়ার পর কোম্পানির মার্জিন দাঁড়িয়েছে ১৮৮.৭৬ কোটি টাকা। এ অর্থ বছরে কোম্পানির করপূর্ব নিট মুনাফা হয়েছে ৭৮.৭৭ কোটি টাকা এবং কর পরবর্তী নীট মুনাফা হয়েছে ৫৩.১৭ কোটি টাকা।

**ভিজিল্যান্স কার্যক্রম** : ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে কোম্পানির গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুনঃ সংযোগ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৭২৮ জন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বকেয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এর মধ্যে ক্যাপটিভ পাওয়ার ১১ টি, শিল্প ০৯টি, বাণিজ্যিক ১১৩টি, সিএনজি ০৭টি ও আবাসিক ৫৮৮টি। তাদের নিকট পাওনা টাকার পরিমাণ ছিল ৩২.৮৭ কোটি টাকা। সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকের নিকট হতে ২১.৪৩ কোটি টাকা আদায়পূর্বক বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৪৮৬ জন গ্রাহককে পুনঃসংযোগ প্রদান করা হয়।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে অসাধু গ্রাহক কর্তৃক গ্যাস কারচুপি ও অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার রোধকল্পে গঠিত ভিজিল্যান্স টিম কর্তৃক ৪,৫৯৩ জন গ্রাহকের আঙ্গিনা পরিদর্শন করা হয়। অবৈধ গ্যাস ব্যবহার এর জন্য ১,৪২৪ জন গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়, এ ছাড়াও বিপুল পরিমাণ অবৈধ গ্যাস পাইপ লাইন অপসারণ ও এতদসংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম জব্দ করা হয়েছে।

**পূর্ণ: নির্মাণ** : কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ১৫২.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাইজদী অফিস এলাকায় মাটি ভরাট ও ভূমি উন্নয়ন কাজ, গার্ড পোষ্ট ও Reinforced Cement Concrete (RCC) রাস্তা নির্মাণ এবং আনসার ব্যারাক নির্মাণ কাজ, আশুগঞ্জ এলাকায় সীমানা প্রাচীর ও RCC রাস্তা নির্মান কাজ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া অফিস এলাকায় সীমানা প্রাচীর, RCC রাস্তা, সার্ফেস ড্রেন নির্মান ও ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পাদন করা হয়।

**ই- টেন্ডারিং প্রক্রিয়া চালুকরণ** : অত্র কোম্পানিতে উন্মুক্ত দরপত্র ব্যবস্থায় ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে দরপত্র আহবানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় ০৮ (আট) টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

**হট লাইন স্থাপন** : গ্রাহক সেবার উন্নয়ন ও জরুরী গ্যাস দূর্ঘটনাজনিত তথ্যাদি প্রদানের মাধ্যমে দূর্ঘটনার প্রতিকার সংশ্লিষ্ট কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে কোম্পানিতে হট লাইন চালু করা হয়েছে। গ্রাহকগণ জরুরী দূর্ঘটনার তথ্য পাঠানোর সাথে সাথে তাদের অন্যান্য সমস্যা, যেমন-গ্রাহকদের বিল সংক্রান্ত, বিল বই সংক্রান্ত, সেবা গ্রহণের নিয়মাবলীসহ গ্যাস সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য চেয়ে থাকেন। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে কল সেন্টারে গ্রাহকদের নিকট হতে আগত কলের সংখ্যা মোট ৩,৬৩০ টি।

**স্বাস্থ্য ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম** : প্রধান কার্যালয়ে ১ জন পুরুষ চিকিৎসক ১ জন মহিলা চিকিৎসক, ১ জন মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও ১ জন সেবিকার মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাঁদের পোষ্যদের নির্দিষ্ট ঔষধ সরবরাহ করে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে। প্রধান কার্যালয়ে একটি আধুনিক এ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য স্থাপনায় ২ জন রিটেইনার চিকিৎসকের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের পড়াশুনায় উৎসাহী করার লক্ষ্য পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় কৃতিত্বের

সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে এমন ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা বৃত্তি কর্মসূচীর আওতায় আলোচ্য অর্থ-বছরে মোট ২৭৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ২৩.৬৬ লক্ষ টাকা শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

**প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম** : সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে কোম্পানি কর্তৃক বাখরাবাদ গ্যাস আদর্শ বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত বিদ্যালয়ে কোম্পানির আবাসিক এলাকায় বসবাসরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানগণ লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে এবং তুলনামূলক কম খরচে এলাকার অনেক ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া করে ভাল ফলাফল অর্জন করছে। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ব্যয় হয় ৩.৪৫ লক্ষ টাকা। এছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষকা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি বাবদ ব্যয় হয়েছে ১০৬.৬৬ লক্ষ টাকা। তাছাড়া পেট্রোবাংলা ও জিটিসিএল এর ০২ জন কর্মকর্তাকে চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ৪.০০ লক্ষ টাকা, করোনা জনিত লক ডাউনে কর্মহীন হয়ে যাওয়া খেটে খাওয়া মানুষ এবং দুঃস্থ অসহায় ও হত দরিদ্র পরিবারের মাঝে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য চাল, ডাল, তেল, মসলা ইত্যাদি প্রদান বাবদ ৩.০৫ লক্ষ টাকা, রসুলপুর গাউছিয়া জামে মসজিদ সদর উপজেলা কুমিল্লা ও গজারিয়া খানকায়ে ছালেহিয়া দীনিয়া মাদ্রাসা কমপেক্স জামে মসজিদ লালমাই, কুমিল্লা এর পুনঃ নির্মানের জন্য অনুদান বাবদ ২.০০ লক্ষ

টাকা এবং কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব মোকাবেলার অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনুদান বাবদ ১০.০০ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ সর্বমোট ১৯.০৫ লক্ষ টাকা টাকা সিএসআর খাত হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

### কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে অত্র কোম্পানির নিয়মিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা (২৮১ + ১৬৪) =৪৪৫ জন। যা নিম্নরূপ

| অর্থ বছর | কর্মকর্তার সংখ্যা | | | কর্মচারীর সংখ্যা | | | মোট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট |
| ২০১৯-২০২০ | ২৫৫ | ২৬ | ২৮১ | ১৫৮ | ৬ | ১৬৪ | ৪১৩ | ৩২ | ৪৪৫ |

কোম্পানিতে কর্মরত ২৮১ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৪ জন কর্মকর্তা এবং ১৬৪ জন কর্মচারীর মধ্যে ০১ জন কর্মচারী প্রেষণে নিয়োজিত আছেন। আলোচ্য অর্থ বছরে ১২ জন কর্মকর্তা ও ১৯ জন কর্মচারী অবসর গ্রহণ এবং ১ জন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করেন। এছাড়া কোম্পানিতে ৩১৮ জন কর্মচারী আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োজিত আছেন।

## ২.০ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য

### কোম্পানির ভিজিল্যান্স কার্যক্রম

কেজিডিসিএল একটি স্বতন্ত্র কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর হতে গ্যাস কারচুপি ও অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার রোধকল্পে ভিজিল্যান্স টিমের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে ১টি কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স টীম, ২টি টাস্কফোর্স, ১টি কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স, ৮টি জোন ভিজিল্যান্স টীম, ৩টি আবাসিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন টীম, ২টি বাণিজ্যিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন টীম ও ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্ট এর ২টি পরিদর্শন টীমসহ সর্বমোট ১৯টি টীম কার্যকর রয়েছে।

(ক) ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুনঃসংযোগের বিবরণ নিম্নোক্ত ছকে প্রদর্শন করা হল

সংযোগ বিচ্ছিন্নের সংখ্যা : ১১,১৬৫টি

| গ্রাহক শ্রেণি | সংযোগ বিচ্ছিন্নের সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|
| | বকেয়া | অবৈধ কার্যকলাপ | মোট |
| শিল্প/ক্যাপটিভ | ২৫ | ০২ | ২৭ |
| সিএনজি | ২ | - | ২ |
| বাণিজ্যিক | ১০১ | ৭ | ১০৮ |
| আবাসিক | ৯৮১০ | ১২১৮ | ১১০২৮ |
| **মোট** | **৯৯৩৮** | **১২২৭** | **১১১৬৫** |

(খ) অবৈধ পাইপ লাইন অপসারণের পরিমাণ : ৫২ ফুট।

(গ) সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহক হতে পুনঃসংযোগ প্রদানকালে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ :

| পুনঃসংযোগের সংখ্যা (টি) | | | | | আদায়কৃত অর্থের পরিমান (টাকা) | | মোট টাকা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আবাসিক | বাণিজ্যিক | শিল্প | সিএনজি | ট (টি) | বকেয়া বিল | অনিবন্ধিত গ্যাস বিল/জরিমানা/অন্যান্য খাতে আদায় | |
| ৭৯৪২ | ৪৯ | ৮ | ১ | ৮০০০ | ১২,৪৪,৫৪,৬৬৪ | ৩,২৫,৯০,০৫৮/- | ১৫,৭০,৪৪,৭২২ |

২.২ এফআইআর/মামলা দায়েরের সংখ্যা : ৫টি

২.৩ অবৈধ সংযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে কোম্পানি কর্তৃক বিধি অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সংখ্যা : ১টি

২.৪ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক/পুলিশ ফোর্সের সহায়তায় পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা : ৪টি

২.৫ কেজিডিসিএল এ চালুকৃত অনলাইন বিলিং ব্যবস্থা আরও সহজীকরণের লক্ষ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে নতুন আরো ৯ (নয়) টি ব্যাংকের সাথে অনলাইনে গ্যাস বিল আদায় সংক্রান্ত চুক্তি পত্র স্বাক্ষর করা হয়েছে। বর্তমানে কেজিডিসিএল এর গ্রাহকেরা অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোট ১৭টি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করছেন।

২.৬ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন এর প্রেক্ষিতে ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়্যার সিস্টেমে কেজিডিসিএল এর গ্যাস বিল ফর্মেট আপডেট করা হয়েছে। উক্ত সফট্ওয়্যার এর মাধ্যমে কেজিডিসিএল এর ইন্ডাষ্ট্রিয়াল, সিএনজি গ্রাহকগণের বিল ই-মেইলে প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়া উক্ত সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে গ্রাহকের নিরাপত্তা জামানত, ডিমান্ড নোটের টাকা আদায়ের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।

২.৭ কেজিডিসিএল এর কাষ্টমার পোর্টাল (billing.kgdcl.gov.bd) আপডেট করা হয়েছে। কেজিডিসিএল এর বর্ণিত বিলিং পোর্টাল এর মাধ্যমে গ্রাহকগণ বিল এবং বিল পরিশোধ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি জানতে পারেন।

## ২.৮ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

পাবলিক সেক্টরে কর্মক্ষমতার গুণগত ও পরিমাণগত পরিমাপ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার Government Performance Management System (GPMS) প্রবর্তন করেছে। এ প্রোগ্রামের আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা Annual Performance Agreement (APA) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছর হতে পেট্রোবাংলা এবং

কোম্পানির মধ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে আসছে। ২০ জুন ২০১৯ তারিখে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একজন মহাব্যবস্থাপক পর্যায়ের কর্মকর্তাকে উক্ত কাজের ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত করা হয়েছে। উক্ত চুক্তির বিভিন্ন সূচক অনুসারে কোম্পানির অর্জন এর মাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন পেট্রোবাংলায় নিয়মিতভাবে যথাসময়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৯৭.৭৫% লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

## জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য:

### গ্রাহক সংযোগ

কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটে গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৬টি। আলোচ্য অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১টি বিদ্যুৎ, ৫টি ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ, ১০টি শিল্প ও ১টি চা-বাগানসহ মোট ১৭জন গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ০.০৬৩% বেশী। ৩০জুন ২০২০ তারিখে কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত মোট গ্রাহক গ্যাস সংযোগ দাড়িয়েছে ২,২৩,৬৬৩ টি।

| খাত | ২০১৯-২০২০ | ২০১৯-২০২০ | | ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত |
|---|---|---|---|---|
| | বছরে লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত সংযোগ | স্থায়ী বিচ্ছিন্ন | ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা |
| সার কারখানা | - | - | - | ১ |
| বিদ্যুৎ (পিডিবি) | ১ | ১ | - | ১৮ |
| বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ) | ৪ | ৫ | - | ১২২ |
| সিএনজি | ০ | ০ | - | ৫৯ |
| শিল্প | ৯ | ১০ | - | ১১৩ |
| চা-বাগান | ১ | ১ | - | ৯৮ |
| ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প | - | - | - | ৪৮২ |
| হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট | ১ | ০ | ৬ | ৮৬১ |
| আবাসিক | ০ | ০ | ১১ | ২২১৯০৯ |
| **মোট** | **১৬** | **১৭** | **১৭** | **২২৩৬৬৩** |

### সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পুনঃসংযোগ কার্যক্রম

কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে খেলাপী গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পুনঃসংযোগ প্রদান একটি চলমান কার্যক্রম। গ্যাস বিল বকেয়া থাকার কারণে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২টি শিল্প, ২টি চা-বাগান, ৮৭টি বাণিজ্যিক ও ৯টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং ১৯৩৮জন আবাসিক সহ মোট ২০৩৮ জন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়, যাদের নিকট পাওনা টাকার পরিমাণ ছিল ১,৭৭৩.৫৮ লক্ষ টাকা। সংযোগ বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহকের নিকট হতে ১ ৪০৮.০৯ লক্ষ টাকা আদায় পূর্বক ২টি শিল্প, ১টি চা-বাগান, ৬১টি বাণিজ্যিক, ৫টি ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প এবং ১৭৬৩টি আবাসিক সহ সর্বমোট ১৮৩২জন গ্রাহককে পুনঃসংযোগ দেয়া হয়,

যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

| গ্রাহক শ্রেণি | অর্থ বছর ২০১৯-২০২০ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | সংযোগ বিচ্ছিন্ন | | পুনঃসংযোগ | |
| | সংখ্যা | পাওনা অর্থের পরিমাণ | সংখ্যা | আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ |
| শিল্প | ২ | ২৫.৭৮ | ২ | ২৫.৭৮ |
| চা বাগান | ২ | ৮.৮৮ | ১ | ২.২৯ |
| বাণিজ্যিক | ৮৭ | ১১০৮.০০ | ৬১ | ১০৮৮.২৫ |
| ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প | ৯ | ৩২৫.৬৮ | ৫ | ২০.৪২ |
| আবাসিক | ১৯৩৮ | ৩০৫.২৪ | ১৭৬৩ | ২৭১.৩৫ |
| **মোট** | **২০৩৮** | **১৭৭৩.৫৮** | **১৮৩২** | **১৪০৮.০৯** |

## নিরাপত্তা কার্যক্রম

২০১৯-২০২০অর্থ বছরে সর্বমোট ১,১০৪টি দুর্ঘটনা/অনুঘটনা সফলতার সাথে মোকাবেলা করা হয়। উক্ত অর্থবছরে গ্যাস সম্পর্কিত বড় ধরণের কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং কেউ আহত হয়নি বা কারও জীবনহানি ঘটেনি। কোম্পানির সকল স্থাপনার (ডিআরএস, টিবিএস, সিএমএস) নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থাপনায় অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রসংরক্ষণ এবং এর কার্যকারিতা যাচাই, প্রত্যেক স্থাপনায় পানিও বালি ভর্তি বালতি সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ, নৈশকালীন পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, স্থাপনায় বিভিন্ন সতর্কতা সাইনবোর্ড প্রদর্শন নিশ্চিত করা এবং যথাযথ তদারকি নিশ্চিত করা হয়। স্থাপনায় নিকটস্থ অগ্নি নির্বাপক অফিস ও হাসপাতালের ফোন নম্বর সংরক্ষণ, স্থাপনায় ফার্স্ট এইড বক্স সংরক্ষণ এবং সিপিস্টেশনের কার্যকারিতার ব্যাপারে নিয়মিত তদারকি করা হয়।

দেশব্যাপী মহামারি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়লে জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ-এর সকল আবিকা ব্যবস্থাপনা সমূহে আবশ্যিকভাবে কিছু পদক্ষেপ জরুরী ভিত্তিতে গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং কোম্পানির অধিভুক্ত অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সমূহে তা প্রতিপালন করা হচ্ছে কিনা তার ও নিয়মিত তদারকি করা হয়। সচেতনতামূলক কার্যক্রমের ফলে কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ (ডিআরএস, টিবিএস, সিএমএস) এবং পাইপলাইন অপারেশন কার্যক্রমের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে তথা দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের মধ্যে নিরাপত্তা সচেতনতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত মোটিভেশনাল কার্যক্রম করোনা ভাইরাস সংক্রমন প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষিতে অনলাইনে বা দুরবার্তার মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। মোটিভেশনাল কার্যক্রমের ফলে কোম্পানির সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের মধ্যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

কোম্পানির সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট/আবিকা/শাখার তথ্য মতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক ও রাইজার হতে লিকেজ জনিত মোট মোট দুর্ঘটনা/অনুঘটনার সংখ্যা তুলনা মূলক কমেছে।

২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সংঘটিত দুর্ঘটনা ও গ্যাস লিকেজের তুলনা মূলক পরিসংখ্যান নিম্ন বর্ণিত ছকে উল্লেখ করা হলোঃ

| ক্রমিক নং | দুর্ঘটনা/অনুঘটনার বর্ণনা | ২০১৮-২০১৯ | ২০১৯-২০২০ | দুর্ঘটনা/অনুঘটনার কারণ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | অগ্নি দুর্ঘটনা | ৩৪ | ২৬ | বজ্রপাত ও অন্যান্য |
| ২ | গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক-এ | ১১৮ | ১০২ | দীর্ঘকালীন ব্যবহার |
| ৩ | লিকেজের সংখ্যা | ১০৪৮ | ৮৭২ | ” |
| ৪ | রাইজার গদে লিকেজের সংখ্যা | ১০২ | ৬৬ | ” |
| ৫ | গ্রাহক (জরুরী শাখার কার্যক্রম)<br>অন্যান্য (জরুরী শাখার কার্যক্রম) | ১১৬ | ৩৮ | নানাবিধ |
| | মোট | ১৪১৮ | ১১০৪ | |

## সাফল্য

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিবিয়ানা-দক্ষিণ ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির আরএমএস জালালাবাদ গ্যাসের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর নিয়োজিত ঠিকাদার M/s. FORAIN S.r.l, Italy কর্তৃক নির্মিত হয়েছে। ২৭-১০-২০১৯ তারিখে গ্যাস আরএমএস টি কমিশনিং পূর্বক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে প্রতিদিন প্রায় ৫-৭ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া, আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির আওতাধীন এলাকায় ১০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

## পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :

### গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ

উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত পিজিসিএল কোম্পানির বিদ্যমান নেটওয়ার্কভূক্ত এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের মোট ৭.৩৪৬ কি.মি. গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়। এছাড়া, বিভিন্ন ব্যাসের মোট ৬.২৫ কি.মি.গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপন কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

### গ্রাহক গ্যাস সংযোগ

চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রদত্ত গ্যাস সংযোগসহ কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত মোট গ্রাহক সংযোগ দাঁড়িয়েছে ১২৯৩৬৭ টি। তন্মধ্যে আলোচ্য অর্থবছরে ২০ টি শিল্প, ০৫ টি ক্যাপটিভ পাওয়ার, ০১ টি সিএনজি ও ১৯ টি আবাসিক (মিটার গ্রাহক মিটারবিহীন গ্রাহকে পরিণত) সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ০২ টি ক্যাপটিভ পাওয়ার, ০৫ টি শিল্প ও ৩৬ টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের গ্যাস লোড বর্ধিতকরণের কাজ সম্পাদিত হয়েছে।

### গ্যাস বিক্রয়

চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পিজিসিএল সর্বমোট ১৭১১.০২৭ এমএমসিএম গ্যাস বিক্রয় করেছে। গত অর্থ বছরে মোট গ্যাস বিক্রয় করা হয়েছিল ১২৭৯.২৯৪ এমএমসিএম। এ বছর ৪৩১.৭৩৩ এমএমসিএম গ্যাস বেশি বিক্রয় করা হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ৩৩.৭৫% বেশি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সরকার কর্তৃক এলএনজি আমদানির ফলে গ্যাস প্রাপ্যতার কারণে গ্যাস বিক্রয় গত অর্থ বছরের তুলনায় এ অর্থবছরে বেশি হয়েছে।

### গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ

অনাদায়ী গ্যাস বিল আদায়, অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার ও গ্রাহক কর্তৃক সৃষ্ট অন্যান্য অনিয়মের কারণে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম জোরদারকরণের নিমিত্ত ভিজিল্যান্স কমিটি গঠনের পাশাপাশি একটি ভিজিল্যান্সডি পার্টমেন্ট নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছে। অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের তথ্য প্রাপ্তির পর উক্ত ডিপার্টমেন্টের তাৎক্ষণিক অভিযানের ফলে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অবৈধ ও খেলাপী গ্রাহকদের মোট ১৭৫২ টি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ফলে কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রাহক সচেতনতা ও বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণের জন্য উপজেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে উপজেলা কমিটি ও জেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে জেলা কমিটি রয়েছে। উপরন্তু মন্ত্রণালয়, পেট্রোবাংলা ও গ্যাস বিতরণ কোম্পানি সমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স রয়েছে।

## ইভিসি মিটার স্থাপন

দেশব্যাপী জ্বালানির সাশ্রয়ী ব্যবহার বৃদ্ধিকরণে কোম্পানির আওতাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ০৫টি ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কোম্পানির আওতাধীন বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহক আঙিনায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে এ পর্যন্ত মোট ৫২ টি ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

## শিক্ষাবৃত্তি

প্রতি অর্থবছরের ন্যায় এ অর্থবছরে ও শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সন্তানদের শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ফলাফল ও ভবিষ্যতে আরো শিক্ষানুরাগী করার অভিপ্রায়ে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

## জাতীয় দিবস উদযাপন

প্রতি অর্থবছরের ন্যায় এ অর্থ বছরেও বিভিন্ন জাতীয় দিবস যেমন : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় শোক দিবস, বিজয় দিবস ইত্যাদি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়।

## ক্রীড়া, বার্ষিক বনভোজন, পহেলা বৈশাখ ও উন্নয়ন মেলা

পিজিসিএল পূর্বের অর্থবছরগুলোর ন্যায় চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরেও অভ্যন্তরীণ ও বহিঃক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, বার্ষিক বনভোজন, পহেলা বৈশাখ পালন ও উন্নয়ন মেলা সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।

## মুজিব শতবর্ষ উদযাপন

মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে ডিজিটাল ডিসপ্লে স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর উদ্ধৃতি, বক্তব্য, ছবি সম্বলিত তথ্য, অর্থনীতিতে জ্বালানি খাতের অবদান, বর্তমান সরকারের সাফল্য, কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদির ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শন করা হচ্ছে। প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছবি সম্বলিত ব্যানার, ফেস্টুন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া প্রধান কার্যালয়সহ সকল আঞ্চলিক কার্যালয় পরিস্কার পরিচ্ছন্নসহ বনায়ন কর্মসূচী সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

## সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য :

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড-এর ভোলাস্থ আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়-এ গৃহস্থালী শ্রেণিতে মিটারবিহীন ৬,৫৩০টি দ্বৈত চুলা ও মিটারযুক্ত ২৫ টি গ্রাহক, ০২টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ০৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে মোট ২২.২৭৬১ মিলিয়ন ঘন মিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতে ভেড়ামারা ৪১০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ভোলা ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, এগ্রিকো ৯৫ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও ভোলা ৩৪.৫ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সর্বমোট ৯৩৩.৯৪৮২ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে, যা দেশের উন্নয়নে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

পেট্রোবাংলা ও সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (এসজিসিএল) এর মধ্যে গত ২০-০৬-২০১৯ তারিখে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি/Annual Performance Agreement (APA) স্বাক্ষরিত হয়। বছর শেষে কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় খাতওয়ারি অর্জন ৮৭.০২%। গ্রাহকের নিকট হতে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা ০২ মাস পর্যন্ত হলেও নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে দেশে কোভিড-১৯ চলাবস্থায় কোম্পানির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে তা ১.৪৪ মাসে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে, যা একটি অসাধারণ অর্জন। আলোচ্য অর্থ বছরে এসজিসিএল এর গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয়ের পার্থক্যের (সিস্টেম লস) হার ০.০০% (শুন্য)। সার্বিক দৃষ্টিতে কোম্পানি সিস্টেম লস নিয়ন্ত্রণেও শতভাগ সাফল্য অর্জন করেছে। আলোচ্য অর্থ বছরে ১০টি অবৈধ/খেলাপি গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রাপ্ত ৩৭টি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। কোম্পানির সীমিত গ্রাহক বিবেচনায় এক্ষেত্রেও অর্জনের হার লক্ষণীয় ও অভূতপূর্ব। বর্ণিত অর্থ বছরে ৫০০টি নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৬০৯টি নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২১.৮০% শতাংশ বেশী।

## রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য :

## বাংলাদেশের সিএনজি সম্প্রসারণ কর্মসূচি

আশি'র দশক হতে আরপিজিসিএল সিএনজি প্রযুক্তির পথ প্রদর্শক হিসেবে বাংলাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে আসছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বায়ু-দূষণরোধ, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরাপদ ও মানসম্মত বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অত্র কোম্পানি বিভিন্ন কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছে। আরপিজিসিএল গ্যাস খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সর্বদা সচেষ্ট ও অঙ্গীকারাবদ্ধ। সিএনজি'র নিরাপদ ও মানসম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- কোম্পানির প্রধান কার্যালয়' সিএনজি সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ এবং দনিয়া' জোনাল ওয়ার্কশপে নগদ/ক্রেডিট সুবিধায় যানবাহন সিএনজিতে রূপান্তর, সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষণ ও রূপান্তরিত যানবাহন সার্ভিসিং (টিউনিং, স্পেয়ার পার্টস সংযোজন, পূর্ণাঙ্গ কিট ওয়াশ, সিলিন্ডার সার্ভিসিং)-এর কার্যক্রম পরিচালনা।
- আরপিজিসিএল-এর ওয়েবসাইট (www.rpgcl.org.bd)-এ অন-লাইন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষণের জন্য অগ্রীম বুকিং প্রদানের ব্যবস্থা।
- স্বচ্ছতার স্বার্থে সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন হতে সিএনজি বিক্রয় কার্যক্রম অটোবিলিং সিস্টেমে পরিচালনা করা।
- আমদানিকৃত সিএনজি সংশ্লিষ্ট মালামালসমূহ সেইফটি কোডস এন্ড ষ্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সঠিক মানের রয়েছে কি-না তা পরীক্ষান্তে এসআরও'র আওতায় মালামাল ছাড়করণের প্রত্যয়নপত্র প্রদান।
- সিএনজি স্টেশনসমূহ গ্যাস আইন' ২০১০ ও সিএনজি বিধিমালা' ২০০৫ এবং আরপিজিসিএল-এর অনুমোদন পত্রের শর্তানুযায়ী পরিচালিত হয়েছে কি-না সে বিষয়টি নিশ্চিতকরণের জন্য চলমান সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও কনভারশন ওয়ার্কশপসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শন। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণের জন্য গ্রাহককে SMS Utility Systems এর মাধ্যমে নিয়মিত তাগাদা প্রদান এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.rpgcl.org.bd)-এ প্রকাশ করা ।
- বিপজ্জনকভাবে ভ্যানে, কাভার্ডভ্যানে ও অন্যান্য অননুমোদিত যানবাহনে সিএনজি সরবরাহ ও পরিবহন বন্ধ করার লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা।
- আরপিজিসিএল-এর দক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের দ্বারা সিএনজি স্টেশনসমূহে কর্মরত জনবলদের 'ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায়' সিএনজি বিষয়ক কারিগরী ও নিরাপত্তামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রজ্ঞাপন ও সিএনজি বিধিমালা' ২০০৫ অনুযায়ী যানবাহনে ব্যবহৃত সিলিন্ডার এবং সিএনজি স্টেশনের ক্যাসকেড সিলিন্ডার ৫ বছর মেয়াদ অতিক্রান্তে পুনঃপরীক্ষণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা।
- নিরাপদ সিএনজি ব্যবহার বিষয়ে জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি স্যাটেলাইট টেলিভিশনসমূহে সম্প্রচার এবং জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশসহ কোম্পানীর ওয়েব (www.rpgcl.org.bd) সাইটে সন্নিবেশ।
- এলইডি মুভিং ডিসপ্লের মাধ্যমে কোম্পানীর সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপের দৃশ্যমান স্থানে বিল বোর্ড স্থাপন পূর্বক সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শন ।

## সিএনজি কার্যক্রমের চিত্র

জুন ২০২০ খ্রিঃ পর্য ০৫টি গ্যাস বিপণন কোম্পানির আওতায় সারাদেশে ৬০২ টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন এবং ৫৯টি যানবাহন রূপান্তর কারখানা রয়েছে। এ সকল সিএনজি ফিলিং স্টেশন থেকে প্রতিদিন প্রায় ৫.০৪ লক্ষ যানবাহনে সিএনজি সরবরাহ করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরে চলমান সিএনজি ফিলিং স্টেশনে মাসিক গড়ে ৯৮.৬৫ এমএমসিএম সিএনজি ব্যবহৃত হয়েছে যা দেশের মোট গ্যাস ব্যবহারের প্রায় ০৫ শতাংশ। সিএনজি ব্যবহারে জ্বালানি আমদানি খাতে সরকারের মাসিক প্রায় ১০৮০ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরে ১৫টি সিএনজি ফিলিং স্টেশনের নিকট হতে সেবা ফি বাবদ ৬,০৪,৫৭৫/-টাকা এবং সিএনজি সংশ্লিষ্ট মালামালসমূহ ছাড়করণের প্রত্যয়ন পত্র প্রদানের বিপরীতে সেবা ফি বাবদ ৫,৫৫,৪৫০/- টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

## সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও সিএনজি কনভারশন ওয়ার্কশপ মনিটরিং

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ১০১টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে এবং সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও কনভারশন ওয়ার্কশপের বিপরীতে আমদানিকৃত মালামাল ছাড়করণের প্রত্যয়নপত্র প্রদানের পূর্বে ভান্ডার মজুদ সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনে সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও যানবাহন রূপান্তর কারখানা আরপিজিসিএল-এর অনুমোদন পত্রের শর্ত, সিএনজি বিধিমালা' ২০০৫ ও সরকারের গ্যাস' ২০১০ অনুযায়ী পরিচালনায় অসঙ্গতি পাওয়া গেলে তা দূরীকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও যানবাহন রূপান্তর কারখানাকে SMS Utility Systems এর মাধ্যমে নিয়মিত message প্রদানসহ বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও যানবাহন রূপান্তর কারখানার অনুমোদন ও মনিটরিং কার্যক্রমের চিত্রঃ

| অর্থ বছর | অনুমোদিত সিএনজি ফিলিং স্টেশন (সংখ্যা) | অনুমোদিত যানবাহন রূপান্তর কারখানা (সংখ্যা) | সিএনজিতে রূপান্তরিত যানবাহন (সংখ্যা) | মোট সিএনজি চালিত যানবাহন (সংখ্যা) | সিএনজি স্টেশন ও যানবাহন রূপান্তর কারখানা মনিটরিং-এর সংখ্যা (২০১৫ খ্রিঃ হতে) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| শুরু থেকে জুন'২০১৫ | ৫৮০ | ১৮০ | ২,২০,৯২০ | ২,৫৯,০৫০ | ৮০ | *মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে অনুমোদন প্রদান। **বিআরটিএ'র অক্টোবর-১৬ইং মাসে প্রেরিত পত্রের তথ্যমতে ১,৯৩,২৪২টি সিএনজি থ্রি-হুইলার অটোরিক্সার রয়েছে। #অনুমোদনের পর কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করায় অনুমোদন পত্রের শর্তানুযায়ী ১২১টি কনভারশন ওয়ার্কশপের অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে। |
| ২০১৫-২০১৬ | ০১* | ০.০০ | ৩২,২৮৯ | ৩৪,৫৪২ | ১০০ | |
| ২০১৬-২০১৭ | ০৫* | - | ১০,৯১৬ | ১০,৯১৬ (১০৯১৬+১,৯৩,২৪২) ** =২,০৪,১৫৮ | ৮৬ | |
| ২০১৭-২০১৮ | ০৩* | - | ৫৩৮১ | ৫৩৮১ | ১০০ | |
| ২০১৮-২০১৯ | - | - | **১১৬২** | **১১৬২** | ১০০ | |
| ২০১৯-২০২০ | ০৩ | - | **৩৬৮** | **৩৬৮** | ১০১ | |
| **সর্বমোট** | **৬০২** | **৫৯** | **২,৭১,০৩৬** | **৫,০৪,৬৬১** | **৫৪৭** | |

### সিএনজি সংশ্লিষ্ট দূর্ঘটনা পরিদর্শন

সিএনজি ফিলিং স্টেশন এবং সড়ক ও মহাসড়কে সংঘটিত সিএনজি সংশ্লিষ্ট দূর্ঘটনা অত্র কোম্পানি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন পূর্বক সুপারিশ ও মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন পেট্রোবাংলাসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে প্রেরণ করা হয়। নিরাপদ সিএনজি ব্যবহার বিষয়ে জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি স্যাটেলাইট টেলিভিশনসমূহে সম্প্রচার ও জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশসহ কোম্পানির ওয়েব সাইট (www.rpgcl.org.bd)-এ সন্নিবেশ এবং কোম্পানি কর্তৃক মনিটরিং কার্যক্রম বৃদ্ধি ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে।

### সিএনজি সংক্রান্ত অবৈধ কার্যক্রম মনিটরিং

জন-নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থে অবৈধ সিলিন্ডারে গ্যাস সরবরাহ, অননুমোদিত নিম্নমানের সিলিন্ডার ব্যবহার এবং অবৈধভাবে সংযোজিত কাভার্ড ভ্যানের সিলিন্ডারে গ্যাস পরিবহন বন্ধ করার লক্ষ্যে জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি স্যাটেলাইট টেলিভিশনসমূহে সম্প্রচার এবং জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশসহ কোম্পানির ওয়েব (www.rpgcl.org.bd) প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া এলইডি মুভিং ডিসপ্লের মাধ্যমে কোম্পানির সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপের দৃশ্যমান স্থানে বিল বোর্ড স্থাপন পূর্বক সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শন করা হয়েছে।

### সিএনজি বিভাগের অপারেশনাল কার্যক্রম

কোম্পানির প্রধান কার্যালয়স্থ সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন হতে সিএনজি বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উক্ত স্টেশন হতে বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে ডিট সুবিধার আওতায় সিএনজি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। প্রধান কার্যালয় আঙ্গিনায় অবস্থিত সেন্ট্রাল ও রায়েরবাগ ধনিয়াস্থ জোনাল ওয়ার্কশ হতে যানবাহন সিএনজি জ্বালানিতে রূপান্তর ও মোটর যানের সিলিন্ডার সহ সিএনজি স্টেশনের ক্যাসকেড সিলিন্ডারপুন: পরীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া সিএনজি জ্বালানিতে রূপান্তরিত যানবাহন এর সিএনজি সিস্টেম মেরামত/সার্ভিসিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। গত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে উভয় স্থাপনার কর্মকাণ্ড নিম্নরূপ:

| সিএনজি বিক্রয় | | যানবাহন রূপান্তর | | সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষণ | | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পরিমাণ (এমএমসিএম) | টাকা (মিলিয়ন) | পরিমাণ (সংখ্যা) | টাকা (মিলিয়ন) | পরিমাণ (সংখ্যা) | টাকা (মিলিয়ন) | টাকা (মিলিয়ন) |
| ১,৭৩৭১ | ৭৪,৬৩৫ | ৩৩ | ২,০৪ | ১৬৯২ | ৫.৫৬৭ | ০.৭৩ |

### আরপিজিসিএল-এর সিএনজি কর্মকান্ড

যানবাহন সিএনজিতে রূপান্তর, সিএনজি বিক্রয় এবং এনজিভি সিলিন্ডার পুন:পরীক্ষণ সংক্রান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

### সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ ও সিএনজি ফিলিং স্টেশন

আরপিজিসিএল-এর সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৬ গাড়ি সিএনজিতে রূপান্তর/পুনরূপান্তর করা হয়েছে। যানবাহন রূপান্তরের বিপরীতে এবছর ৫.৯৯৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। এ বছর কোম্পানি সিএনজি স্টেশন থেকে ১.৭৩৬৯ এমএমসিএম সিএনজি বিক্রয় হয়েছে এবং অর্জিত রাজস্বের পরিমাণ ৭৪৬.৮৭৬ লক্ষ টাকা। এছাড়া, সিএনজি চালিত যানবাহনে খুচরা যন্ত্রাংশ সংযোজন করে নগদ ও ক্রেডিট সহ ৩.৭৬৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপে ০৫ বছর বা ততোধিক ব্যবহৃত ১২৬৯টি এনজিভি সিলিন্ডার পুন:পরীক্ষণ করা হয়েছে।

### জোনাল ওয়ার্কশপ

কোম্পানির দনিয়াস্থ জোনাল ওয়ার্কশপে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১৭টি যানবাহন সিএনজিতে রূপান্তর করা হয়েছে। যানবাহন রূপান্তরের বিপরীতে এবছর ৪.৪০৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। এ অর্থবছরে জোনাল ওয়ার্কশপে ০৫ বছর বা ততোধিক ব্যবহৃত ৪২৩টি এনজিভি সিলিন্ডার পুন:পরীক্ষণ করা হয়েছে। এ খাত হতে ১৩.৮১৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। সিএনজি চালিত যানবাহনের টিউনিং, সিলিন্ডার সার্ভিসিং ও টিউনিং/পূর্ণাঙ্গ কিট ওয়াশ, স্পেয়ার পার্টস সংযোজন কার্যক্রম চলমান আছে। এ কাজে সরকারি, আধা সরকারি এবং ব্যাক্তি মালিকানাধীন যানবাহন সমূহে নির্ধারিত ফি'র বিপরীতে বর্ণিত গ্রাহকসেবা সমূহ প্রদান করা হচ্ছে।

### অটোবিলিং সিষ্টেমস

স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে কোম্পানির সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন হতে সিএনজি বিপনন কাজে জুন, ২০১৭ হতে ০১টি কম্প্রেসরের মাধ্যমে উৎপাদিত সিএনজি বিক্রয় কার্যক্রম অটোবিলিং সিস্টেম এর আওতায় আনা হয়। উক্ত সিস্টেমের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক

পদ্ধতিতে প্রিন্টকৃত বিল প্রদান করা হয়। স্থাপিত অপর কম্প্রেসর এর ডিসপেনসিং ইউনিট পুরাতন মডেলের হওয়ায় একই অটোবিলিং সিস্টেম এর আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে এপ্রিল ২০১৮ হতে ০২টি কম্প্রেসরের কেসক্যাড স্টোরেজ একিভূত করে সমুদয় উৎপাদিত সিএনজি বিক্রয় কার্যক্রম অটোবিলিং এর আওতায় আনা হয়। বিদ্যমান কমম্প্রেসর ০২টি কেসক্যাড একিভূতকরণের ফলে স্টেশনে সিএনজি বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

## অপারেশনাল কার্যক্রম (কেটিএল প্ল্যান্ট)

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে দেশজ খনিজ সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার কারিগরিভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। জ্বালানি আমদানি হ্রাস, দূষণমুক্ত জ্বালানি উৎপাদন ও গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ হতে প্রাপ্ত এনজিএল-এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোম্পানির অধীনে প্রায় ৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৯৮ সালে সিলেটস্থ গোলাপগঞ্জে কৈলাশটিলা এলপিজি প্ল্যান্ট (প্ল্যান্ট-১) নির্মিত হয়। পরবর্তীতে, ২০০৭ সালে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্ল্যান্ট-১ এর সন্নিকটে আরো একটি এনজিএল ও কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট (প্ল্যান্ট-২) টার্ন-কী ভিত্তিতে স্থাপন ও কমিশনিংপূর্বক চালু করা হয়। প্ল্যান্ট দুটির মাধ্যমে এনজিএল এবং কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরে সালফার ও সীসামুক্ত পরিবেশ বান্ধব এলপিজি, পেট্রোলও ডিজেল উৎপাদিত হচ্ছে। উৎপাদিত এলপিজি বিপিসি'র প্রতিষ্ঠান 'এলপি গ্যাস লিমিটেড'-এর মাধ্যমে এবং উৎপাদিত পেট্রোল ও ডিজেল বিপিসি'র তেল বিপণন কোম্পানির (পিওসিএল, এমপিএল ও জেওসিএল) মাধ্যমে বিপণন করা হচ্ছে।

### এলপিজি, এমএস ও এইচএসডি উৎপাদন এবং বিপণনের তুলনামূলক বিবরণী

| অর্থ বছর | কাঁচামাল ক্রয় | | উৎপাদন | | | বিপণন | | | প্রসেস লস (%) (ভরের ভিত্তিতে) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | এনজিএল (লিটার) | কনডেনসেট (লিটার) | এলপিজি (মে.টন) | এমএস (লিটার) | এইচএসডি (লিটার) | এলপিজি (মে. টন) | এমএস (লিটার) | এইচএসডি (লিটার) | |
| ১৯৯৮-২০১৩ (ক্রমপুঞ্জিত) | ৩৮৯৭৩০৩২১ | ১৩৩৭২৮৬৮১ | ৯২৮১৭ | ৩০২৬২০৯৯৪ | ৩৫৯৩৩৪৭৪ | ৯২৭৯০ | ৩০১৫৪১৯০৭ | ৩৫৬৪০০০ | - |
| ২০১৩-১৪ | ২,৭৬,৯৫,০০০ | ২,৬৯,৭১,৫৫৯ | ৬,২৪৯ | ৩,৩৪,৫৯,১৯০ | ৭৮,৩৮,৬৩৪ | ৬,২০৪ | ৩,৩২,৮২,০০০ | ৭৭,১৩,০০০ | ২.৭৫ |
| ২০১৪-১৫ | ২,৭৬,২৩,০০০ | ৩,৭২,৯৮,৪২১ | ৬,৬৯৯ | ৩,৯৮,৯৫,২৫৫ | ১,১১,২১,২০৩ | ৬,৭০৭ | ৪,০৭,৬১,০০০ | ১,১০,০৭,০০০ | ২.৪৩ |
| ২০১৫ -১৬ | ২,৫৭,৬৪,০০০ | ১,৫৪,৮১,৮৬৫ | ৬,০৮০ | ২,৩৭,৬৮,৩৮৮ | ৫০,০৩,৪৪৮ | ৬,১১১ | ২,২৭,০৭,০০০ | ৫৪,৯০,০০০ | ২.১১ |
| ২০১৬ -১৭ | ২,৪৮,৮১,০০০ | ৩,০৩,৭৬,২৭৩ | ৫,৯৩৬ | ৩,৫১,৮২,৩২৯ | ৮৬,৫৬,৭০৫ | ৫৭৪৯ | ৩,৬২,৭৯,০০০ | ৮২,৮০,০০০ | ২.৬১ |
| ২০১৬ -১৭ | ২,৪৭,২০,০০০ | ৪,০৪,৫৯,৭২৪ | ৫,৫১৭ | ৪,২২,৫৪,৫২৯ | ১১,৭১৫,৫৫৪ | ৫,৫৫৩ | ৪,১৬,৫২,০০০ | ১,১৬,৯১,০০০ | ২.৪১ |
| ২০১৭-১৮ | ২,৪৭,২০,০০০ | ৪,০৪,৫৯,৭২৪ | ৫,৫১৭ | ৪,২২,৫৪,৫২৯ | ১,১৭,১৫,৫৫৪ | ৫,৫৫৩ | ৪,১৬,৫২,০০০ | ১,১৬,৯১,০০০ | ২.৪১ |
| ২০১৮ - ১৯ | ২,৭৩,০৫,০০০ | ৩,০৬,৩২,৫৬০ | ৬,৫৪৮ | ৩,৫১,৫৭,৭০৬ | ৯৯,০২,২৪৪ | ৬,৬৮৫ | ৩,৫২,৩৫,০০০ | ১,০২,৪২,০০০ | ২.১৮ |
| ২০১৯ - ২০ | ২,২১,১০,০০০ | ২,৪৫,২২,০৪২ | ৫,১১৯ | ৩,০৩,৯২,২৪৪ | ৫৯,৩৪,২৩০ | ৪,৯৬০ | ৩,০৪,২০,০০০ | ৫৬,৫২,০০০ | ১.৪৪ |

## উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম

আরপিজিসিএল-এর কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট- এ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩৪১ দিন প্ল্যান্টের উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এ অর্থ বছরে দৈনিক গড়ে প্রায় ৬০,০০০ লিটার এনজিএল ও প্রায় ৬৭,০০০ লিটার কনডেনসেট প্রক্রিয়া করে গড়ে প্রায় ১৮.০০ মেট্রিক টন এলপিজি, প্রায় ৮৩,০০০ লিটার পেট্রোল ও প্রায় ১৬,২০০ লিটার ডিজেল উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এ প্ল্যান্ট হতে দৈনিক গড়ে প্রায় ১৪.০০ মেট্রিক টন এলপিজি, প্রায় ৮৩.১০০ লিটার পেট্রোল ও প্রায় ১৫,৫০০ লিটার ডিজেল বিপণন হয়েছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর আওতায় দ্বিতীয় এমএসটিই প্ল্যান্ট নির্মিত না হওয়ায় এনজিএল সরবরাহ বৃদ্ধি পায়নি। ২০১৯ -২০২০ অর্থবছরে এনজিএল স্বল্পতার কারণে কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট-২ এর এনজিএল কলামের কার্যক্রম মাত্র ৩৫% ক্ষমতায় পরিচালিত হয়েছে। ফলে, এনজিএল-এর অভাবে আরপিজিসিএল-এর কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট-১ এর উৎপাদন বন্ধ রাখতে হয়েছে। এদিকে, কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট-২ এর প্রয়োজন/চাহিদা অনুযায়ী শেভরন (বিডি) লিমিটেড-এর জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড থেকে কনডেনসেট গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কনডেনসেট কলামের কার্যক্রম ৪৫-৫০% ক্ষমতায় পরিচালিত হয়েছে। বিপণন ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন রাখতে তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের সাথে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রাখা হচ্ছে।

### রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

নিজস্ব দক্ষ প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ান এর মাধ্যমে শিডিউল ও রেগুলার কৈলাশটিলা প্ল্যান্টের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন হওয়ায় ২০১৯ - ২০২০ অর্থবছরে কারিগরী ত্রুটি জনিত কারণে প্ল্যান্টের উৎপাদন কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়নি।

### অপারেশনাল কার্যক্রম (আশুগঞ্জ স্থাপনায় কনডেনসেট হ্যান্ডলিং)

সিলেট অঞ্চলের গ্যাসফিল্ডসমূহ যথা: আন্তর্জাতিক গ্যাস কোম্পানি শেভরন-এর বিবিয়ানা ও জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেডের বিয়ানীবাজার, কৈলাশটিলা ও রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডস-এর গ্যাসের উপজাত হিসেবে প্রাপ্ত কনডেনসেট (অপরিশোধিত তেল) জিটিসিএল-এর মালিকানাধীন ৬ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট প্রায় ১৭৪ কিলোমিটার দীর্ঘ উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইন-এর মাধ্যমে আশুগঞ্জে প্রেরণ করা হয়।

আশুগঞ্জ স্থাপনার কনডেনসেট গ্রহণের জন্য প্রতিটি প্রায় ১৫,২০০ ব্যারেল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ০২ টি কনডেনসেট স্টোরেজ ট্যাংক রয়েছে। সিলেট এলাকা হতে প্রেরিত কনডেনসেট আশুগঞ্জে স্থাপিত আরপিজিসিএল-এর দুটি স্টোরেজ ট্যাংকে গ্রহণ ও মজুত করে সেখান থেকে বিপিসি'র তেল বিপণন কোম্পানি পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা এবং অনুমোদি তবে-সরকারি রিফাইনারি সমূহের নিকট জাহাজ যোগে কনডেনসেট সরবরাহের ব্যবস্থা করাই আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনার মূল কাজ।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক বরাদ্দ প্রদান, পেট্রো বাংলার নির্দেশনা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল) এর সাথে মেসার্স রূপসা ট্যাংক টারমিনালস এন্ড রিফাইনারী লিমিটেড, মেসার্স পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারি লিমিটেড এবং মেসার্স সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড-এর কনডেনসেট ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান তিনটিকে মন্ত্রণালয় ও পেট্রোবাংলার নির্দেশনার আলোকে কনডেনসেট সরবরাহ করা হচ্ছে। তেল ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি অনুযায়ী বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহ তেল গ্রহণের জন্য আরপিজিসিএল-এর নিকট অগ্রীম অর্থ পরিশোধ করার পর কনডেনসেট সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক বরাদ্দ প্রদান, পেট্রোবাংলার নির্দেশনা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মেসার্স এ্যাকোয়া রিফাইনারী লিমিটেডকে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এককালীন কনডেনসেট সরবরাহ করা হয়েছে।

### বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট কনডেনসেট বিপণন

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মেসার্স সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড-কে ৯,৭৭,৭৩,৪০৮ লিটার, মেসার্স পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারি লিমিটেড ৯,৯৪,০৯,০২৯ লিটার এবং মেসার্স রূপসা ট্যাংক টারমিনালস এন্ড রিফাইনারী লিমিটেড ৮৩,২২,৫১০ লিটার কনডেনসেট এবং মেসার্স কার্বন হোল্ডিং লিমিটেডকে এককালীন ৭২,২১,৯১৬ লিটার এবং মেসার্স এ্যাকোয়া রিফাইনারী লিমিটেডকে এককালীন ২৩,৮১,১২৪ লিটার কনডেনসেট গ্রহণ করেছে।

**আশুগঞ্জ স্থাপনায় বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত ও স্থাপনা হতে সরবরাহকৃত কনডেনসেটের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরূপ**

| সময়কাল | কনডেনসেট হ্যান্ডলিং (লক্ষ লিটার) | |
|---|---|---|
| | গ্রহণ | সরবরাহ |
| ২০০১ - ২০১৪ | ১৬,৫৫৮ | ১৬,৫৫৭ |
| ২০১৪ - ২০১৫ | ৮৫০ | ৮৪৪ |
| ২০১৫ - ২০১৬ | ২১৫৪ | ২,১৪৫ |
| ২০১৬ - ২০১৭ | ৩,৩২১ | ৩,৩৩৩ |
| ২০১৭ - ২০১৮ | ৩,৪৩১ | ৩,৪১৭ |
| ২০১৮ - ২০১৯ | ২,৫৪০ | ২,৫৪৯ |
| ২০১৯ - ২০২০ | ২,৩৭৭ | ২,৩৬০ |
| মোট | ৩১,২৩১ | ৩১,২০৫ |

### হ্যান্ডলিং লস

আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনায় প্রতিদিনই গৃহীত কাঁচামাল ও সরবরাহ-এর হিসাব করা হয়। প্রতিমাসেই গৃহীত কনডেনসেট ও সরবরাহকৃত কনডেনসেট এর মধ্যে তেমন কোন তারতম্য নেই। তবে, বাষ্পীয় লস হওয়ার পরও কখনও কখনও তাপমাত্রা জনিত কারণে ইনটেক মিটারের চেয়ে ডিপ পরিমাপে বেশি কনডেনসেট পাওয়া যায়।

### ইনভেনটরি

কোম্পানির আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনায় গৃহীত কনডেনসেট-এর মজুদ পরিমাণ সরেজমিনে নির্ণয় করা জন্য মহাব্যবস্থাপক পদ মর্যাদার কর্মকর্তার নেতৃত্বে একটি কমিটি রয়েছে। কমিটি প্রতিবছর ১ জানুয়ারি এবং ১ জুলাই কনডেনসেট মজুদ সরেজমিনে নির্ণয়পূর্বক রিপোর্ট প্রদান করে থাকে।

### নিরাপদ স্থাপনা পরিচালন

আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনাটি ৩৬৫ দিন (৩৬৫ x ২৪ = ৮৭৬০ ঘন্টা) নিজস্ব জনবল দ্বারা নিরাপদভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। ফলে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনায় কোন ধরনের দূর্ঘটনা ঘটেনি।

### এলএনজি বিভাগের কার্যক্রম

গত ০৯/১১/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ কমিটি (পিপিসি)'র সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে স্পট মার্কেট হতে এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে Expression of Interest (EOI) আহবান করে ২৯টি প্রতিষ্ঠানকে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হয়। তালিকাভুক্ত ১৭টি প্রতিষ্ঠান Master Sales and Purchase Agreement (MSPA) অনুস্বাক্ষর করে। MSPA টির উপর অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (ইএসি) এর নিকট হতে নীতিগত অনুমোদন পাওয়ার পর মোট ১৪টি প্রতিষ্ঠান MSPA চূড়ান্ত স্বাক্ষর করেছে। স্পট মার্কেট হতে ১ম এলএনজি কার্গো আমদানি করার লক্ষ্যে MSP অস্বাক্ষরকারী ১৪টি প্রতিষ্ঠান হতে দর আহবান করা হরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দরপত্র পাওয়া যায়। সংশ্লিষ্ট কারিগরি কমিটি প্রাপ্ত দরপত্র সমূহ মূল্যায়ন পূর্বক সুপারিশ সম্বলিত একটি রির্পোট পিপিসি'র আহবায়ক বরাবর দাখিল করে। দাখিলকৃত রির্পোটটি পিপিসি সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের পর ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ১ম কার্গো Golar Bear হতে MLN এ টার্মিনালে শুরু হয় এবং ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ship to ship transfer (STS) Completenq। স্পট র্মার্কেট হতে এলএনজি কার্গো আমদানি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

### বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

২০১৯-২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য

### কয়লা উৎপাদন ও ফেইস উন্নয়ন

#### ১৩০৮ ফেইস

৮ মার্চ ২০১৯ তারিখে ১৩০৮ ফেইস হতে কয়লা উৎপাদন শুরু হয়। ফেইসটির ডিজাইন স্ট্রাইক লেন্থ ৬৯১ মিটার এবং ফেইস লেনথ ১৭১ মিটার। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ফেইসটি ৬৯১ মিটার রিট্রিট করে কয়লা উৎপাদন শেষ করা হয়। ফেইসটি হতে ৫,০০,০০০ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট ৭,২৪,৬২২.১১ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন হয়েছে; যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ২,২৪,৬২২ মেট্রিক টন অর্থাৎ ৪৪% বেশি।

#### ১৩১২ ফেইস

২৪ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ১৩১২ ফেইস হতে কয়লা উৎপাদন শুরু হয়। ফেইসটির ডিজাইন স্ট্রাইক লেন্থ ৪৯০ মিটার এবং ফেইস লেনথ ১৬৭ মিটার। ১১ মে ২০২০ তারিখে ফেইসটি ৫৪২ মিটার রিট্রিট করে কয়লা উৎপাদন শেষ করা হয়। ফেইসটি হতে ৪,১৩,০০০ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট ৪,৭৫,০০০ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন হয়েছে; যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ৬২,০০০ মেট্রিক টন অর্থাৎ ১৫% বেশি।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মোট ৮,১১,১৩৭.৬৩ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদিত হয়েছে এবং মোট ৩২২০.২০ মিটার রোডওয়ের উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

### বিপণন ব্যবস্থাপনা

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পিডিবি'র নিকট ৮,০৭,১৮০.৭৪ মেট্রিক টন এবং অন্যান্য ক্রেতা সাধারণের (এক্সএমসি-সিএমসি) নিকট ২০.০০ মেট্রিক টনসহ সর্বমোট ৮,০৭,২০০.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা বিক্রয় করা হয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কয়লা বিপণন-এর তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলো: (মেট্রিক টন)

| কয়লা বিক্রয় বিবরণী | | | | |
|---|---|---|---|---|
| সময়কাল | পিডিবি'র নিকট বিক্রয় | এক্সএমসি-সিএমসি'র নিকট বিক্রয় | সর্বমোট বিক্রয় | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যবহার |
| ২০১৯-২০২০ | ৮,০৭,১৮০.৭৪ | ২০.০০ | ৮,০৭,২০০.৭৪ | ১,০৪৮.২০ |

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের Annual Performance Agreement (APA) অনুযায়ী পিডিবি ও অন্যান্য ক্রেতা সাধারণের নিকট ৭.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। কিন্তু উৎপাদন ও মজুত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি হওয়ায় আলোচ্য অর্থবছরে পিডিবি'র নিকট ৮,০৭,১৮০.৭৪ মেট্রিক টন এবং এক্সএমসি-সিএমসি'র নিকট ২০.০০ মেট্রিক টন অর্থাৎ মোট ৮,০৭,২০০.৭৪ মেট্রিক টন কয়লা বিক্রয় করা হয়। উক্ত সময়ে পিডিবি'র নিকট ৮,০৭,১৮০.৭৪ মেট্রিক টন কয়লা বিক্রয় বাবদ ৮৮৯,৬৯,০৪,১৪০.০০ টাকা (ভ্যাট ব্যতিত) এবং এক্সএমসি-সিএমসি'র নিকট ২০.০০ মেট্রিক টন কয়লা বিক্রয় বাবদ ৩,৩৯,২৪০.০০ টাকা (ভ্যাট ব্যতিত) রাজস্ব আয় হয়েছে।

বর্তমানে পিডিবি'র নিকট প্রতি মেট্রিক টন কয়লা ১৩০ মার্কিন ডলার মূল্যে বিক্রয় করা হচ্ছে। মে ২০১৫ মাস থেকে এ মূল্য কার্যকর রয়েছে। অপরদিকে স্থানীয় ক্রেতাদের নিকট কয়লার বিক্রয় মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দর নির্ধারিত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, ১৯ মার্চ ২০১৮ তারিখ হতে স্থানীয় ক্রেতা সাধারণের নিকট কয়লা বিক্রয় বন্ধ আছে।

### ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জিওলজি ডিপার্টমেন্টের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য।

ক) ভূতাত্ত্বিক ও ভূজলীয় রিপোর্ট: ভূ-গর্ভস্থ কয়লা খনি হতে সংগৃহীত ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-জ্বলীয় তথ্যের ভিত্তিতে এবং সারফেসের বিভিন্ন লোকেশনে বিদ্যমান পিজোমেট্রিক বোরহোল থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয়ে মাসিক ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-জ্বলীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।

খ) ভূ-গর্ভ হতে অপসারিত পানির পরিমাপ: চাইনিজ কনসোর্টিয়ামের সাথে যৌথভাবে মাসে তিনবার বিসিএমসিএল-এর ভূ-গর্ভ হতে অপসারিত পানি পরিমাপ করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিসিএমসিএল-এর ভূ-গর্ভ হতে অপসারিত পানির গড় পরিমাণ প্রায় ২৩৩০ ঘনমিটার/ঘন্টা।

গ) ফোর পাইপ শ্যাফ্টঃ ফোর পাইপ শ্যাফ্ট-এর ড্রিলিং কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

## Construction Work

"Construction of two storied Mosque Building of BCMCL" শীর্ষক নির্মাণ কাজটি শেষ হওয়ার পর জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয় কর্তৃক গত ৭ মার্চ ২০২০ মসজিদটি কূভ উদ্বোধন করা হয়। প্রায় ৮০০ জন ধর্মপ্রাণ মুসল্লি'র একসাথে নামাজ আদায়ের সুবিধা সম্বলিত এ মসজিদটি উদ্বোধনের পর হতে ধর্মীয় উপাসনার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

"Construction of one storied Store Building with approach road of BCMCL" শীর্ষক নির্মাণ কাজটি গত জুলাই ২০১৯ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ভবনটি স্টোর হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

"Construction of the West Main Gate of BCMCL" শীর্ষক নির্মাণ কাজটি যথাসময়ে সম্পন্ন হয়। বর্তমানে গেইটটি ব্যবহার করা হচ্ছে ।

"Construction of 3-Storied Modern Core Sample Building with internal Sanitary and Water Supply and Electrification works of BCMCL"শীর্ষক নির্মাণ কাজটি গত অক্টোবর ২০১৯ শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান আছে।

"Construction of 3-Storied School Building with 4-Storied Foundation as well as Connecting road, Gate repair, Internal Sanitary and water supply and Electrification works of BCMC" শীর্ষক নির্মাণ কাজটির জন্য গত মার্চ ২০২০ ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। বর্তমানে কাজটি চলমান আছে ।

## মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্য :

২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরে প্রায় ৮ লক্ষ ২৩ হাজার মেট্রিক টন গ্রানাইট পাথর উৎপাদন করা হয় এবং উক্ত সময়ে খনির ৭৯২.৪০ মিটার নতুন রোডওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ে উৎপাদিত পাথরের বিপরীতে মোট ৮ লক্ষ ২৪ হাজার মেট্রিক টন শিলা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করা হয়। বিক্রয়লব্দ ২০৭ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা কোম্পানির কোষাগারে জমা হয়েছে। যা ছিল বিগত ৫ বৎসরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

## আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

**পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ**

**ক) সরকারী কোষাগারে পরিশোধিত অর্থের পরিমানঃ**

| ক্রম | সংস্থা/কোম্পানির নাম | খাত ভিত্তিক সরকারী কোষাগারে পরিশোধিত টাকার পরিমান | | | | | | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | এসডি/ভ্যাট | ডিএসএল | ডিভিডেন্ড | কর্পোরেট ট্যাক্স | সিডি ও অন্যান্য | রয়্যালটি | |
| | পেট্রোবাংলা | ১১৩৯.৯৭ | ০.০০ | ০.০০ | ১০২৮.৮৭ | ০.০০ | ০.০০ | ২১৬৮.৮৪ |
| ২। | বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোং লিঃ | ৬০০.০০ | ১২৪.৬৩ | ৪৬.২৩ | ৪৪.৪৬ | ০.০০ | ০.০০ | ৮১৫.৩২ |
| ৩। | সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ | ৩০০.০০ | ১৬.৪৮ | ২১৯.১৭ | ১১২.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৬৪৭.৬৫ |
| ৪। | বাপেক্স | ৮৫.৯১ | ৪.৫১ | ০.০০ | ১.৮১ | ০.০০ | ০.০০ | ৯২.২৩ |
| ৫। | তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লিঃ | ০.০০ | ১০.৪৩ | ১৫৪.৩২ | ৩৯৭.০০ | ৯.৭৪ | ০.০০ | ৫৭১.৪৯ |
| ৬। | জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ | ০.০০ | ৬.৩৬ | ৬৫.৫০ | ৩৯.৫২ | ০.৪৫ | ০.০০ | ১১১.৮৩ |
| ৭ | বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ | ০.০০ | ৪.৩৯ | ৩৯.৭৭ | ৮৮.০২ | ১.৮৫ | ০.০০ | ১৩৪.০৩ |
| ৮। | কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ | ০.০০ | ০.০০ | ১৭৭.০২ | ৫০.৬৭ | ২.৮৬ | ০.০০ | ২৩০.৫৫ |
| ৯। | পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ | ১৩৪.৭৭ | ৭.৮৮ | ১০.০০ | ১৩.২১ | ১.১৯ | ০.০০ | ১৬৭.০৫ |
| ১০। | সুন্দরবন গ্যাস কোং লিঃ | ০.০০ | ০.০০ | ১৬.২৫ | ৯.২০ | ০.০০ | ০.০০ | ২৫.৪৫ |
| ১১। | বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোং লিঃ | ৪৭.৮৮ | ১০০.০০ | ৩৫.০০ | ৩৩.২৭ | ২৮.৬৪ | ৬৩.৯০ | ৩০৮.৬৯ |
| ১২। | মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোং লিঃ | ১৬.৮৪ | ০.০০ | ০.০০ | ১১.৭৯ | ২৮.৬৪ | ৭.৫২ | ৬৪.৭৯ |
| ১৩ | গ্যাস ট্রান্সমিশন কোং লিঃ | ০.০০ | ৩৫২.২০ | ৭৫.০০ | ২২.১৬ | ২১৯.৮৪ | ০.০০ | ৬৬৯.২০ |
| ১৪। | রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিঃ | ০.০০ | ১২.৪১ | ১৬.৬০ | ১৩.৫৪ | ২৭.৮৬ | ০.০০ | ৭০.৪১ |
| | **সর্বমোট =** | **২৩২৫.৩৭** | **৬৩৯.২৯** | **৮৫৪.৮৬** | **১৮৬৫.৫২** | **৩২১.০৭** | **৭১.৪২** | **৬০৭৭.৫৩** |

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড

পেট্রোবাংলা ও এর আতাধীন কোম্পানিসমূহের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নযনমূলক কর্মকাণ্ড

## বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

### বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড

**২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ**

১) ভূতাত্ত্বিক জরিপ - ৯৩ লাইন কিঃ মিঃ
২) দ্বিমাত্রিক জরিপ - ০ লাইন কিঃ মিঃ
৩) ত্রিমাত্রিক জরিপ - ২০০ বর্গ কিঃ মিঃ
৪) অনুসন্ধান কূপ খনন ২ টি (১টি চলমান)
৫) উন্নয়ন কূপ খনন ০ টি
৬) ওয়ার্কওভার কার্যক্রম ৫ টি (৩টি চলমান)
৭) মোট গ্যাস উৎপাদন - ১০৩১.৭৩ এম.এম.সি.এম.
৮) মোট কনডেনসেট উৎপাদন - ৫৫০৮.০০ হাজার লিটার

## বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লি:

### বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বিজিএফসিএল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন তিনটি প্রকল্পের মধ্যে "ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (তিতাস ফিল্ডের লোকেশন 'সি' এবং নরসিংদী ফিল্ডে গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কম্প্রেসরসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি/সুবিধাদী'র Detail Engineering Design & Drawing চূড়ান্ত করে নিয়োজিত EPC ঠিকাদার কর্তৃক আনুষঙ্গিক পূর্তকাজসমূহ চলমান আছে। কম্প্রেসরের কতিপয় মালামাল জাহাজীকরণ করা হয়েছে এবং তন্মধ্যে কিছু মালামাল চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছেছে। "তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-এ তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের কম্প্রেসর সংগ্রহের লক্ষ্যে EPC ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়েছে। এছাড়া "তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ২টি কূপের ওয়ার্কওভার সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এ কূপদ্বয় হতে দৈনিক প্রায় ৩৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

## সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লি:

### বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | অর্থায়নের উৎস/পরিমাণ (লক্ষ টাকা)। | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১ | রশিদপুরে দৈনিক ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প।<br>বাস্তবায়নকালঃ<br>জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত। | ১৭টি স্টোরেজ ট্যাংক ও আনুসাংগিক সুবিধাসহ দৈনিক ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন: বিবিয়ানা ফিল্ডের কনডেনসেট ফ্রাকশনেট করে দৈনিক ২৮০০ ব্যারেল পেট্রোল, ৩৬০ ব্যারেল ডিজেল ও ৮৪০ ব্যারেল কেরোসিন উৎপাদন করা। | এসজিএফএল এর নিজস্ব তহবিল<br>৩৭৪৪৫.০০ | প্রকল্পটি যথাসময়ে সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পের পিসিআর ইতোমধ্যে দাখিল করা হয়েছে। |

## তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

### বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড

পাইপ লাইন নির্মাণ/উন্নয়ন কার্যক্রম (২০১৯-২০২০ অর্থবছর)

| ক্রম | প্রকল্পের নাম |
|---|---|
| ১। | (ক) ময়মনসিংহ শহরের সদর থানা মোড় হতে ট্রাঙ্কপট্টি রোড বরাবর ক্ষতিগ্রস্থ ৩"/২"ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৩৬০ মি. বিতরণ পাইপ লাইন পূর্ণবাসন/পুনঃস্থাপনকাজ, (খ) নারায়ণগঞ্জস্থ বন্দর উপজেলাধীন উত্তর লক্ষণখোলা এলাকায় ৪"/১"/৩/৪" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৯০মি. বিতরণ/সার্ভিস পাইপ লাইন স্থানান্তরকরণ কাজ, (গ) সবুজবাগ থানাধীন উত্তর বাসাবো প্রেস গলি এলাকায়২"/৩/৪" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি ৬৪৫মি. বিতরণ/ সার্ভিসপাইপ লাইন নির্মাণ/ স্থানান্তরকরণ কাজ, (ঘ) স্বল্প চাপ নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ মোহাম্মদীয়া হাউজিং রোড নং-৭ ও ৮ এলাকায় ৩"/২"ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৩০৯মি. লিঙ্কলাইন নির্মাণ কাজ, (ঙ) পশ্চিম রামপুরাস্থ উলন রোডের থাই পাষ্টিক গলির বিদ্যমান ২"ব্যাস বিতরণ লাইনের সাথে ৮" ব্যাস বিতরণ লাইনের টাই-ইন কাজ, (চ) ৩৩ নং ওয়ার্ডস্থ চানখারপুল এবং আলী নেকীদেওরী, নাজিমুদ্দিন রোড এলাকার বিদ্যমান ১"ব্যাস বিতরণ লাইনের সাথে ৮"ব্যাস বিতরণ লাইনের টাই-ইন কাজ, (ছ) স্বল্প চাপ নিরসনের লক্ষ্যে বক-সি লালমাটিয়া, ঢাকা এলাকায় ৩"ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ১২মি. লিঙ্ক লাইন নির্মাণ কাজ এবং (জ) ঢাকাস্থ গেন্ডারিয়া এলাকায় বিদ্যমান স্বল্প চাপ নিরসনের লক্ষ্যে ৩" ব্যাস বিতরণ লাইন এর সাথে ২" ব্যাস বিতরণ লাইনের টাই-ইন কাজ। |

| ক্রম | প্রকল্পের নাম |
|---|---|
| ২। | ঢাকাস্থ পশ্চিম তেজতুরী বাজার এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ পাইপ লাইন অপসারন করত: ৩" ব্যাস x ৩০০ মিটার ও ২" ব্যাস x ৩০০ মিটার বিতরণ পাইপ লাইনে বিদ্যমান গ্রাহকের রাইজার প্রতিস্থাপন কাজ। |
| ৩। | ঢাকাস্থ ধামরাই, কুমড়াইল আমবাগান এলাকায় ২" ব্যাস x ৭৫ মিটার বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ/পূনর্বাসন কাজ। |
| ৪। | ঢাকাস্থ নবাবগঞ্জ লেন, লালবাগ এলাকায় ৮" ব্যাসের পাইপ হতে ৩" ব্যাসের ২৩ মিটার ও ২" ব্যাসের ৮ মিটার বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ। |
| ৫। | স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসনকল্পে ঢাকাস্থ রোড নং-২, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি, শেখেরটেক, মোহাম্মদপুর এলাকায় ২" ব্যাসের x ১২ মিটার ও ১" ব্যাসের x ৬ মিটার লিংক লাইন নির্মাণ কাজ। |
| ৬। | স্বল্পচাপ নিরসনকল্পে ঢাকাস্থ শেরে বাংলা নগর, পূর্ব রাজাবাজার, কবরস্থানগলি এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ লাইন অপসারণ করত: ২" ব্যাস x ২৪০ মিটার পাইপ লাইনে বিদ্যমান গ্রাহকের রাইজার প্রতিস্থাপন কাজ। |
| ৭। | গাবতলী গরুর হাট এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত ৮" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ১৫০ মিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ ও পূণর্বাসন কাজ। |
| ৮। | মিরপুর মধ্যমাটিকাটা এলাকায় ২" ব্যাস x ৪৫০ মিটার বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ/পূনর্বাসন কাজ। |
| ৯। | ঢাকাস্থ পশ্চিম কাজীপাড়া, কৃষিবিদ গলি এলাকায় ২" ব্যাস x ৪২০ মি. গ্যাসলাইন পুর্নবাসন/ প্রতিস্থাপন ও সংশ্লিষ্ট গ্রাহক সংযোগ স্থানান্তর। |
| ১০। | মোহাম্মদপুর পিসিকালচার হাউজিং এলাকায় ৪" ব্যাস x ৫০০ মি. গ্যাস লাইন পুর্নবাসন/ পরিবর্তন । |
| ১১। | ধনিয়া পাটেরবাগ - রহমতবাগ এলাকায় ১" ব্যাস / ২" ব্যাস x/ ৩" ব্যাস x/ ৪" ব্যাস x ২৬০০ মি. গ্যাস লাইন পুর্নবাসন/ পরিবর্তন । |
| ১২। | মোহাম্মদপুর পিসিকালচার হাউজিং এলাকায় ৪" ব্যাস x ৫০০ মি. গ্যাস লাইন পুর্নবাসন/ পরিবর্তন । |

## গ্রাহক ব্যয়ে সম্পাদিত বিতরণ লাইন স্থাপন

| ক্রম | প্রকল্পের নাম |
|---|---|
| ১। | মেসার্স আমান বাংলাদেশ লি. টেপির বাড়ি মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর এর ৪ x ব্যাস x ৬ মিটার x ১৪০ পিএসআইজি পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ। |
| ২। | মেসার্স তাইপেই বাংলা ফেব্রিকস লিমিটেড, ধামশুর, হাজিরবাজার, ভালুকা, ময়মনসিংহ এর ৬ x ব্যাস x ১৬৮০ মিটার x ১৫০ পিএসআইজি বিতরন লাইন ও ৬ x ব্যাস x ১৮ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ। |
| ৩। | মেসার্স বু পানেট নীট কম্পোজিট লি. বারতোপা, রাথুরা, শ্রীপুর, গাজীপুর এর ৪ x ব্যাস x ২৩১০ মিটার x ১৫০ পিএসআইজি বিতরণ লাইন ও ৩ x ব্যাস x ৫৫.৫০ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ। |
| ৪। | মেসার্স মেগা ওয়াশিং এন্ড ডাইং লি. বি কে বাড়ি, হোতাপড়া, গাজীপুর এর ৮ x ব্যাস x ৩১৫ মিটার x ১৫০ পিএসআইজি বিতরন লাইন ও x ব্যাস x ২৪ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ। |
| ৫। | মেসাস মাসুদ ষ্টীল ডিজাইন বিডি লি., বর্তাপাড়া, পিরুজালী, গাজীপুর সদর, গাজীপুর এর ৮" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজী ১৯৫৬ মিটার বিতরণ ও ৪" ব্যাসী ১৪০ পিএসআইজি x ১৮ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ প্রকল্প। |
| ৬। | মেসার্স লাবিব ডাইং মিলস লি., মেহেরবাড়ী, ভালুকা, ময়মনসিংহ-এ ৮" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১৭১৪ মি. বিতরণ লাইন ও ৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৪৪ মি. সার্ভিস লাইন স্থাপন। |

| ক্রম | প্রকল্পের নাম |
|---|---|
| ৭। | মেসার্স টি এম টেক্সটাইল এন্ড গার্মেন্ট্স লিঃ , কাশর, হবিরবাড়ী ইউনিয়ন, ভালুকা, ময়মনসিংহএর ৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৩০৬ মিটার বিতরণ লাইন ও ৪" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১৮ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ প্রকল্প। |
| ৮। | মেসার্স পারটেক্স টিস্যু লি. (গ্রা. স. নং-৩৩৭০৬৯৫), ভুলতা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এর ১২" ব্যাস x ১৫০ পিএসআইজি x ৮৯৬ মিটার ও ৮" ব্যাস x ১৫০ পিএসআইজি x ৯২০ মিটার বিতরণ লাইন এবং ৩" ব্যাস x ১৫০ পিএসআইজি x ১৮ মিটার সার্ভিস লাইন |
| ৯। | মেসার্স ফারিহা ফ্যাশন লিঃ, বাড়ৈভোগ, পশ্চিম মাসদাইর, ফতুল্লা, এর ৬" ব্যাসী ১৫০ পিএসআইজি x ৪৯৫ মিটার বিতরণ লাইন, ৪" ব্যাস x ১৫০ পিএসআইজি x ৪ মিটার ও ২" ব্যাস x ১৫০ পিএসআইজি x ২ মিটার সর্ভিস লাইন নির্মাণ প্রকল্প। |
| ১০। | মেসার্স টেকনো ড্রাগস লিঃ, বি কে বাড়ী, মির্জাপুর, গাজীপুর এর ১২" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৩৩৬ মিটার ও ৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১১৬০ মিটার বিতরণ লাইন এবং ৪" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১২ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ প্রকল্প। |
| ১১। | মেসার্স এ্যাকজোকাম ইন্ডাষ্ট্রিজ (বিডি) লিঃ, তালতলী, বি কে বাড়ী, মির্জাপুর, গাজীপুর এর ৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৪৩২ মিটার মিটার বিতরণ লাইন এবং ৪" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৬ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ প্রকল্প। |
| ১২। | মেসার্স প্রিমিয়ার হোটেল এন্ড ম্যানেজমেন্ট কোঃ, লিঃ এর ৪" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৪৭৪ মিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ প্রকল্প। |
| ১৩। | মেসার্স হামজা কটন মিলস্ লিঃ, বারতোপা, রাথুরা, শ্রীপুর, গাজীপুর এর ৪" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ২৯২৮ মিটার বিতরণ লাইন এবং ৩" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১২ মিটার সার্ভিস লাইন |
| ১৪। | মেসার্স রানা রি-রোলিং মিল্স লিঃ, (গ্রাহক সংকেত-৩০৬০৭০৩) এনায়েতনগর, গোদনাইল, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এর ৩" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ২৩০ মিটার বিতরণ লাইন ও ২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ১২ মিটার সার্ভিস লাইন |
| ১৫। | মেসার্স বাধন ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন (গ্রাহক সংকেত-৩৬৫০১৫৯) মক্কা হাউজিং আটি, কেরানীগঞ্জ এর ২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ১০৪ মিটার বিতরণ ও ২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৯ মিটার সার্ভিস লাইন |
| ১৬। | মেসার্স পেট্রোমেক্স সিলিন্ডার লি., মির্জাপুর, গাজীপুর এলাকায় ৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৩৬০ মি. বিতরণ লাইন ও ৪" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১৮ মি. গার্ভিস লাইন নির্মাণ। |
| ১৭। | মেসার্স সাসকো প্রিন্টিং এন্ড্রয়ডারী লি., খাষাড়া রোড, তিলারগাতী, সাতাইশ, টঙ্গী, গাজীপুর ৪" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১০০০ মি. বিতরণ লাইন নির্মাণ। |
| ১৮। | মেসার্স ইন্টারন্যাশনাল বেভারেজ প্রাইভেট লি., হবিরবাড়ী, ভালুকা, ময়মনসিংহ-এ ১২" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১৪৬৪ মি. বিতরণ লাইন ও ৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৩০ মি. গার্ভিস লাইন নির্মাণ। |
| ১৯। | মেসার্স পাইওনিয়ার নীট ওয়্যারস বিডি লি., ডোবালিয়াপাড়া, ভালুকা, ময়মনসিংহ-এ ১২" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ২৯০০ মি. বিতরণ লাইন স্থাপন। |
| ২০। | বিআরটি (গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) প্রকল্পের বিবিএ অংশের হাউজ বিল্ডিং হতে মমতা মহল পর্যন্ত ২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ১৬৪ মি. বিতরণ লাইন স্থানান্তর। |
| ২১। | মেসার্স থানবী প্রিন্টিং ওর্য়াল্ড লি., সারদাগঞ্জ, কাশিমপুর, গাজীপুর-এ ৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১৫০ মি. বিতরণ লাইন ও ৪" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১২ মি. সার্ভিস লাইন স্থাপন। |
| ২২। | মেসার্স কমফিটকম্পোজিটলি., গড়াই, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল-এ৮"ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ২৪৬মি. বিতরণ লাইন ও ৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ২৪মি. সার্ভিস লাইন স্থাপন। |

## গ্রাহক ব্যয়ে সার্ভিস লাইন স্থাপন / প্রতিস্থাপন

| ক্রম | প্রকল্পের নাম |
|---|---|
| ১। | মেসার্স অ্যাপারেল আর্ট লি. বিজয় রোড, মোগড়খাল, গাজীপুর এর ৪ x ব্যাস x ১৫০ পিএসআইজি x ১৮ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মান কাজ। |
| ২। | মেসার্স এম এ এইচ স্পিনিং মিলস লি. ডাউটিয়া, কালামপুর, ধামরাই এর ৪ x ১২০ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ |
| ৩। | মেসার্স প্রতিক চায়না লি. ডাউটিয়া, কালামপুর, ধামরাই এর ৬ x ৩০ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ |
| ৪। | মেসার্স সিলন বিস্কুট বিডি (প্রা.) লি. চকপাড়া, মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর এর ২ x ৬ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ |
| ৫। | মেসার্স গ্রাম বাংলা টিউবস রি. সাদিপুর, মহজমপুর, সোনারগাঁও, ৩ x ২২ মিটার ও ২ x ১ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ। |
| ৬। | মেসার্স প্রতিক চায়না লি. ডাউটিয়া, কালামপুর, ধামরাই এর ক্যাপটিভ পাওয়ার রান ও সাধারন শিল্প রানে স্ট্যান্ড বাই রেগুলেটিং রান স্থাপন কাজ। |
| ৭। | মেসার্স এনভয় টেক্সটাইল লি. জামিরদিয়া, ভালুকা, ময়মনসিংহ এর ৮ x ৩৬ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ। |
| ৮। | মেসার্স ট্রান্স ওয়ার্ল্ড সোয়েটার্স লিঃ, বংলাবাজার, গাজীপুর এর ২" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১৩.৭২ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ প্রকল্প । |
| ৯। | মেসাস আমেরিকান এফার্ড (বাং) লিঃ, ইসলামপুর, কড্ডা, গাজীপুর এর ২" ব্যাস x ১৫০ পিএসআইজি x ৬ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ প্রকল্প । |
| ১০। | মেসার্স কলম্বিয়া গার্মেন্টস্ ভাগড়া চান্দনা, গাজীপুরএর ৩" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৯ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ প্রকল্প । |
| ১১। | মেসার্স ওয়েল এক্সেসরিজ লিঃ, বানিয়ারচালা, বাঘেরবাজার, গাজীপুরএর ৪" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১৮ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ প্রকল্প। |
| ১২। | মেসার্স এনার্জিপ্যাক ইলেকট্রনিক্স লি. (গ্রা. স. নং-৩৩২০১১৯৭) মনিপুরবাজার, হোতাপাড়া, গাজীপুর এর ২ " ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৯ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ প্রকল্প। |
| ১৩। | মেসার্স জিতু টেক্সটাইল মিল্স. (গ্রা. স. নং-৩৩৭০৬০৭), ভায়েলা, ভুলতা, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এর ২" ব্যাস x ১৫০ পিএসআইজি x ১০ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ প্রকল্প। |
| ১৪। | মেসার্স এনআরজি হোমটেক্স লি. (গ্রা. স. নং-৮৭৯০১৫১), জমিরদিয়া, মাষ্টারবাড়ী, ভালুকা, ময়মনসিংহ এর ৬ ব্যাস x ১৫০ পিএসআইজি x ২৪ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ প্রকল্প। |
| ১৫। | মেসার্স ফাহিন সুয়েটার লি. (গ্রাহক সংকেত-৩৩২০৭০৯) ডেগেরচালা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর এর ২" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৩৬ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ প্রকল্প। |
| ১৬। | মেসার্স ওয়াস এন্ড ওয়ার লিঃ, টংগাবাড়ী, আশুলিয়া, সাভার এর ৩ ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৩০ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ প্রকল্প। |
| ১৭। | মেসার্স অতশী ফ্যাশন লি. (গ্রা. স. নং-৩৫৫০১০৭), জয়পুরা, ধামরাই, মানিকগঞ্জ এর ২ ব্যাস x ১৫০ পিএসআইজি x ৬০ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ প্রকল্প। |
| ১৮। | মেসার্স হাসেম ফুড লি. (গ্রা. স. নং-৩৩৭০২২১), ভুলতা, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এর ৪" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৬২ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ প্রকল্প। |

| ক্রম | প্রকল্পের নাম |
|---|---|
| ১৯। | মেসার্স এস কে এফ ফার্মাসিটিক্যালস লিঃ. (গ্রা. স. নং-৩৩৭০৬৮৬/৮৩৭০৬৮৬), মুড়াপাড়া, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এর ৪" ব্যাস x ১৫০ পিএসআইজি x ১৫ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ প্রকল্প। |
| ২০। | মেসার্স লিপি পেপার মিলস্ লিঃ. (গ্রা. স. নং-৩৩৭০৫৯৭), চেঙ্গাইন,কাঁচপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ এর ৪" ব্যাস x ১৫০ পিএসআইজি x ৪৯ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ প্রকল্প। |
| ২১। | মেসার্স আলিফ ক্যামিকেল কোম্পানি (গ্রা. স. নং-৩৩৭০৬১৯), মাসাবো, বরপা, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এর ২" ব্যাস x ১৫০ পিএসআইজি x ১২ মিটার সার্ভিস লাইন। |
| ২২। | মেসার্স ইউনাইটেড লেদার ইন্ডাঃ লিঃ (গ্রা. স. নং-৩৩৭০০৯৭/৮৩৭০০৯৭), মৈকুলি, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এর ৪" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৬০ মিটার সার্ভিস লাইন |
| ২৩। | মেসার্স সোনারগাঁও সীড ক্রাসিং মিলস্ লিঃ (গ্রাহক সংকেত-৩৩৭০৬৭৬), মেঘনাঘাট, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ এর ৮" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১২ মিটার সার্ভিস লাইন |
| ২৪। | মেসার্স আবুল খায়ের সিরামিক ইন্ডা. লিঃ (গ্রাহক সংকেত-৩০৩০৬৩৫/৮০৩০৬৩৫) কালিগঞ্জ, টঙ্গী, গাজীপুর এর ৬" ব্যাস x ১০০ পিএসআইজি x ২৪ মিটার সার্ভিস লাইন |
| ২৫। | মেসার্স পারটেক্স পেপার মিল্স লিঃ (গ্রাহক সংকেত-৩৩৭০৬৩৩/৮৩৭০৬৩৩) এর হাটাবো মাসুমাবাদ, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এর ৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৩৭ মিটার সার্ভিস লাইন |
| ২৬। | মেসার্স রেডিসন লন্ড্রি ইন্ডা. লিঃ (গ্রাহক সংকেত-৩-৫৫-০১০৯) শ্রীরামপুর, কালামপুর, ধামরাই, ঢাকা এর ৪" ব্যাস x ১৫০ পিএসআইজি x ৬ মিটার ও ২" ব্যাস x ১৫০ পিএসআইজি x ২৪ মিটার সার্ভিস লাইন |
| ২৭। | মেসার্স নাসির ফ্লোট ইন্ডা. লি., ডুবাইল, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল-এ ৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৫০ মি. সার্ভিস লাইন নির্মাণ। |
| ২৮। | মেসার্স এমবিএম গার্মেন্টস লি., মিরপুর-১৪, ঢাকা-এ ৪" ব্যাস x ১২৮ মি. ও ২" ব্যাস x ১২ মি. লাইন নির্মাণ। |
| ২৯। | মেসার্স সানজানা রোটর স্পিনিং লি. অনুয়া, শ্রীপুর, গাজীপুর-এ ৪" ব্যাস x ১৫০ পিএসআইজি x ৬ মি. সার্ভিস লাইন নির্মাণ। |
| ৩০। | মেসার্স এক্সিকিউটিভ গ্রীনটেক্স লি. মুলাইদ, শ্রীপুর, গাজীপুর-এ ৪" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ২২ মি. সার্ভিস লাইন স্থাপন। |
| ৩১। | মেসার্স ডিবিএল ফার্মাসিউটিক্যাল লি., সুরাবাড়ী, কাশিমপুর, গাজীপুর-এ ৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ২৪ মি. ও ৪" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৬ মি. সার্ভিস লাইন স্থাপন। |
| ৩২। | মেসার্স পেনটেক্স এক্সেসরিজ লি., হোতাপাড়া, জয়দেবপুর-এ ৪" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ১৮ মি. সার্ভিস লাইন স্থাপন। |
| ৩৩। | মেসার্স ষ্ট্যান্ডার্ড ফিনিক্স ওয়েল. কোং লি., শিরিরিচালা, বাঘের বাজার, গাজীপুর-এ ৪" ব্যাস x ১৫০ পিএসআইজি x ১২ মি. ও ২" ব্যাস x ১৫০ পিএসআইজি x ১২ মি. সার্ভিস লাইন স্থাপন। |
| ৩৪। | মেসার্স কলম্বিয়া গার্মেন্টস লি., মোগড়খাল রোড, ভোগড়া, জয়দেবপুর, গাজীপুর,-এ ৩" ব্যাস ১৫০ পিএসআইজি x ৯ মি. সার্ভিস লাইন স্থাপন। |
| ৩৫। | মেসার্স ঢাকা থাই লি., পূর্ব নরসিংহপুর, জিরাবো, সাভার-এ ২" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৩০ মি. সার্ভিস লাইন স্থাপন। |
| ৩৬। | মেসার্স বিগবস লি., সারাবো, কাশিমপুর, গাজীপুর-এ ৮" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ২৬০০ মি. ও ২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ১২ মি. সার্ভিস লাইন স্থাপন। |